রাঁচি, সোমবার
30:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>026 >>12 Kartik 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২৬ >><< ১২ই, কার্তিক ১৪৩০>>

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনার নিন্দা জানালেন ডনাল্ড লু

নিউ ইয়র্ক : বাংলাদেশে শনিবার সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডনাল্ড লু। শনিবারের রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় এক বার্তায় ডনাল্ড লু আরও বলেছেন, সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সকল সহিংসতার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করবে। একজন পুলিশ অফিসার ও একজন রাজনৈতিক কর্মীর নিহত হওয়া ও একটি হাসপাতালে আগুন দেয়ার, যে ঘটনাগুলোর খবর জানা গেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন নয় সাংবাদিকসহ নাগরিকদের ওপর চালানো সহিংসতা। আমরা সব পক্ষকে শান্ত থাকার ও সংযম দেখানোর আহবান জানাই। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে আমরা সকল সহিংসতার ঘটনাগুলোকে পর্যালোচনা করবো। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মতিঝিল, কাকরাইল ও নয়াপল্টন এলাকায় শনিবার পুলিশের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 63782.80 +634.65
NIFTY : 19047.25 +190.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .11 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .52 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইলহামাস সংঘাত ঘনীভূত হওয়ায় শান্তির আহ্বান জোরালো হচ্ছে

গাজা : ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যাওয়াও এ অঞ্চলে শান্তির আহ্বান আরও জোরালো হচ্ছে। চলমান সংঘাতে গাজায় আটকে পড়া লাখ লাখ ফিলিস্তিনি নাগরিকের জীবন ও সুস্থতা হুমকির মুখে পড়েছে। শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার ভলকার তুর্ক এক বিবৃতিতে বলেন, এই সহিংসতার অবসান হতে হবে এবং এই ধ্বংসযজ্ঞের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে। তুর্ক সতর্ক করেন, গাজায় আটকে থাকা ২২ লাখেরও বেশি মানুষ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে যাচ্ছেন। তিনি জানান, এই মানুষগুলোকে সমষ্টিগতভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। সমষ্টিগত শাস্তি এক ধরনের যুদ্ধাপরাধ। ইসরাইল গাজার সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিচ্ছে যা এ মুহূর্তে থামানো দরকার, বলেন তিনি। ইসরাইল শনিবার বলেছে তারা দিনের শেষভাগে গাজায় খাবার, পানি ও ওষুধ বহনকারী ট্রাক ঢুকতে দেবে। এই বক্তব্যে বোমাবর্ষণ স্থগিত রাখার ইঙ্গিত রয়েছে। অন্তত, মিশরের সঙ্গে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, যেখানে স্বল্প পরিসরে ত্রাণ আসতে দেওয়া হয়েছে। সশস্ত্র সংগঠন হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী হামলা চালানোর পর তাদের বিরুদ্ধে দেশটি অভিযান শুরু করে। হামাসের হামলায় শিশুসহ ১ হাজার ৪০০ ইসরাইলি নিহত হন এবং ৫ হাজার ৩৪০ জনেরও বেশি আহত হন। অন্তত ২০০ মানুষকে জিম্মি করে সংগঠনটি। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসরে ম ন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। তুর্ক একইসঙ্গে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র বাহিনীর হামলার প্রতিও নিন্দা জানান, যার মধ্যে ইসরাইলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে রকেট নিক্ষেপ অন্যতম। তিনি বলেন, এসব হামলাও বন্ধ হওয়া দরকার। জাতিসংঘের মানবিক উদ্যোগ সমন্বয় কার্যালয় বা ওসিএইচএ গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজা ২৯৮ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১২৫ জন শিশুও আছে। ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে গাজায় অন্তত ৭ হাজার ৩২৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও প্রায় ১৯ হাজার আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬৬ শতাংশই শিশু ও নারী। অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলের মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী কর্মকর্তা লিন হেসটিংস বলেন, গাজায় এখন কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।

পরমাণু শক্তি নিয়ে রাশিয়ার কার্যকলাপে দুশ্চিন্তা

ইউক্রেন : ইউক্রেনের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর হামলা, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা চুক্তি প্রত্যাহার ও পরমাণু অস্ত্র মহড়া চালিয়ে রাশিয়া উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আরো কড়া নিষেধাজ্ঞার ডাক দিয়েছেন।

প্রায় ২০ মাস ধরে হামলা চালিয়েও ইউক্রেনকে নতি স্বীকার করাতে পারেনি রাশিয়া। পশ্চিমা বিশ্বের সহায়তায় সে দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল সেনাবাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোনসহ নানা সামরিক সরঞ্জাম কাজে লাগানো সত্ত্বেও মস্কো ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণের কিছু অঞ্চল বেদখল করে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রুশ প্রেসিডেন্ট মরিয়া হয়ে পরমাণু শক্তি কাজে লাগাতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। হয় ইউক্রেনের কোনো পরমাণু কেন্দ্রে বিপর্যয় ঘটানো অথবা সরাসরি পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের ঝুঁকি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, দেশের পশ্চিমে খমেলনিটস্কি অঞ্চলে ড্রোন হামলা চালিয়ে রাশিয়া সম্ভবত সেখানকার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আঘাত আনতে চেয়েছিল। দৈনিক ভিডিও বার্তায় তিনি রাশিয়ার উপর আরো কড়া নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন তুলে ধরেন। সেই হামলায় ভবনটির কাচ ভেঙে ২০ জন আহত হয়। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আইএইএ জানিয়েছে, হামলার ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ বা গ্রিডের সঙ্গে সংযোগে কোনো বিঘ্ন ঘটে নি। তবে সংস্থার মহাসচিব রাফায়েল গ্রসির মতে, পরের বার হয়তো আরো বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। স্থানীয় গভর্নর সেরহি টিয়ুরিন জানিয়েছেন, রাশিয়ার হামলায় প্রায় ১,৭০০ ভবনের ক্ষতি হয়েছে।

গত ২০ মাসে ইউক্রেনের পরমাণু কেন্দ্রগুলি একাধিকবার রুশ হামলার স্বীকার হয়েছে। রাশিয়া জাপোরিজিয়ায় ইউরোপের সবচেয়ে বড় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র দখল করে রয়েছে। সেখানেও দুই পক্ষের সংঘর্ষের ফলে বার বার বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা গেছে।

রাশিয়ার নেতৃত্ব বার বার পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে চলেছে। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখার চুক্তি সিটিবিটি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন। বুধবারই সেই আইনি প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। সে দেশের উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই রিয়াবকভ বলেন, অ্যামেরিকার 'বৈরি' নীতির কারণে রাশিয়া আর সে দেশের সঙ্গে পরমাণু বিষয়ে সংলাপ চালাতে প্রস্তুত নয়। তবে ওয়াশিংটন পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা না করলে মস্কোও পরীক্ষা চালাবে না বলে ঘোষণা করেছে। সিটিবিটি চুক্তি কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা না হলেও এই সময়কালে উত্তর কোরিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশ পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করে নি।

বুধবারই ক্রেমলিন পরমাণু অস্ত্র বাহিনীর মহড়ার কথা জানিয়েছে। তার আওতায় দুটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল এবং বেশ কয়েকটি ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। উত্তরে ব্যারেন্ট সাগরে টুলা নামের পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন থেকে একটি ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়। তবে মহড়ার সময়ে ওয়ারহেড হিসেবে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করা হয় নি বলে মস্কো জানিয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পুটিনের তত্ত্বাবধানে সেই মহড়া চালানো হয়েছে। শত্রুপক্ষের পরমাণু হামলার প্রতিশোধ নিতে রাশিয়া কীভাবে নিজস্ব পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করবে, মহড়ায় সেই প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে রুশ নেতৃত্ব জানিয়েছে।

রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদ রুশ সেনাবাহিনী আরো বড় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিষদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ ও সামরিক জোট ন্যাটোর সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে। ফলে বর্তমানে প্রায় দশ লাখ সৈন্যের বাহিনী আগামী কয়েক বছরে বাড়িয়ে ১৫ লাখে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

আগামী মাসে বাইডেনশি বৈঠকের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন

ওয়াশিংটন : ওয়াশিংটনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে টানা দুই দিন বৈঠক করেছেন ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা। তবে শুক্রবার এসব বৈঠক শেষেও আসেনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের নেতা শি জিনপিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বহুল প্রতীক্ষিত সম্মেলনের ঘোষণা। দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার কূটনীতিক যোগাযোগ স্থাপনের পর ওয়াং যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসেন , যা দুই নেতার মুখোমুখি বৈঠকের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আগামী মাসে সানফ্রানসিসকোয় এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্মেলনের ফাঁকে এই দুই নেতার বৈঠক হতে পারে। শুক্রবার দিনের শেষে টেলিফোন ব্রিফিংয়ে এক জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা সংবাদদাতাদের জানান, এই লক্ষ্যে কাজ আগাচ্ছে। তিনি বলেন, দুই পক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, তারা একসঙ্গে নভেম্বরে সানফ্রানসিসকোয় প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও প্রেসিডেন্ট শি'র বৈঠক আয়োজনের জন্য কাজ করবে। কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, চীন পক্ষ সাধারণত এ ধরনের বৈঠকের ক্ষেত্রে সময়সীমা একদম কাছে চলে না আসা পর্যন্ত ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। বাইডেন শেষ বার শির সঙ্গে গত বছরের নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে মুখোমুখি বৈঠক করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন পররাষ্ট্র মন্ত্রকে বৃহস্পতিবার ওয়াংয়ের সম্মানে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন। এর আগে, দিনের প্রথম অংশে তারা আনুষ্ঠানিক বৈঠকে অংশ নেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্লিংকেনের সঙ্গে ২ ঘণ্টার বৈঠকের আগে ওয়াং সংবাদদাতাদের বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গভীর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত, যাতে দুই পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কম হয় ও তারা স্বাস্থ্যকর, স্থিতিশীল ও টেকসই উন্নয়নের পথে ফিরে যেতে পারে।

কাবুলে প্রাণঘাতী হামলার দায় নিল ইসলামিক স্টেট

কাবুল (এজেন্সী) : শুক্রবার ইসলামিক স্টেট সংগঠন তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে আফগানিস্তানের রাজধানীতে একটি স্পোর্টস ক্লাবে বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করলো। বৃহস্পতিবারের এই বিস্ফোরণে ৪ জন নিহত হন। সুন্নি মুসলমানদের উগ্রবাদী সংগঠনটি বলছে, শিয়া মতাবলম্বীরা জমায়েত হন এমন এক কক্ষে আইএসের যোদ্ধারা পার্সেল বোমা পেতে রাখেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাবুলের দাশত-ই-বারচি মহল্লার এক বাণিজ্যিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই মহল্লায় নিপীড়িত শিয়া হাজারা সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার বিকেলে কাবুল পুলিশের মুখপাত্র খালিদ জাদরান সংবাদদাতাদের বলেন, পুলিশ এখনো বিস্ফোরণের কারণ জানতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সে সময় তিনি জানান, বিস্ফোরণে ৭ জন আহত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। ইসলামিক স্টেটের দাবির বিষয়ে তালিবান কর্তৃপক্ষের মন্তব্য চাওয়া হলেও তারা তাৎক্ষনিকভাবে সাড়া দেয়নি। বাণিজ্যিক কেন্দ্রের বেশ কয়েক তলা উপরে অবস্থিত স্পোর্টস ক্লাবটি বিস্ফোরণের দমকে কেঁপে উঠে। এর চারপাশ ফেটে যায়, জানালা চুরমার হয় এবং পুরো ব্লক জুড়েই ক্ষয়ক্ষতি হয়। এএফপির সাংবাদিকরা শুক্রবার সরেজমিনে বক্সিং ক্লাব পরিদর্শন করে এই দৃশ্য দেখেন। সুন্নি অধ্যুষিত মুসলিম দেশটিতে হাজারা সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়মিত হামলার শিকার হন। তারা বেশ কয়েক দশক ধরে নির্যাতনের শিকার। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় তারা তালিবান ও আইএসের (ইসলামিক স্টেট) হাতে নির্যাতিত হন। আইএস শিয়া মতাবলম্বীদের ধর্মদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করে। তারা একই অঞ্চলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরও বেশ কয়েকবার স্কুল, মসজিদ ও ব্যায়ামাগার লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। বিস্ফোরণের অল্প সময় পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায় স্পোর্টস ক্লাবে আগুন জ্বলছে এবং মাটিতে ভাঙা কাঁচের মাঝে বক্সিং গ্লাভস পড়ে আছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট সরকারকে উৎখাত করে তালিবান ক্ষমতায় আসার পর বোমা বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতী হামলার সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমেছে।

তবে এখনো আইএসের আঞ্চলিক শাখাসহ কিছু সশস্ত্র সংগঠনের হুমকি রয়ে গেছে।

শাস্তিযোগ্য অপরাধ ভারতে সংসদীয় কমিটির আর্জি কেন্দ্র সরকারের কাছে

পরকীয়া, ব্যভিচার গন্য হোক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে

নয়া দিল্লি : সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ আগে রায় দিয়েছিল, পরকীয়া অপরাধ নয়। পরকীয়া করার জন্য কারও জেল হতে পারে না। পরকীয়া ডিভোর্সের গ্রাউন্ড হতে পারে কিন্তু ফৌজদারি অপরাধ নয়। অর্থাৎ, পরকীয়ার অভিযোগ এনে স্বামী বা স্ত্রী ডিভোর্স চেয়ে দেওয়ানি বিধিতে আইনত মামলা করতে পারেন। কিন্তু এবার ভারতের সংসদীয় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানাতে চলেছে যাতে পরকীয়া বা ব্যভিচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সংসদীয় কমিটির মতে, ব্যভিচার আইনে এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র পুরুষদেরই অপরাধী এবং শাস্তিযোগ্য বলে মনে করা হত। এই আইনেও বদল এনে লিঙ্গবৈষম্য ঘোচানোর আর্জি জানিয়েছে সংসদের প্যানেল।

ভারতে প্রচলিত ব্রিটিশ জমানার আইনের জায়গায় নয়া বিল আনতে চাইছে সংসদীয় প্যানেল। সংসদীয় কমিটি প্রস্তাব দিয়েছে, নয়া বিলে যেন পরকীয়া, সম্মতিহীন সমকামী যৌনতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার বিধান রাখা হয়। প্যানেলের তরফে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হলে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে ব্যভিচার আইনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আর্জি জানানো হয়েছে। সংসদীয় প্যানেলের প্রস্তাব, পুরুষ বা স্ত্রী, যেই পরকীয়া করুক না কেন, তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য প্রস্তাবিত ন্যায় সংহিতায় নতুন বিধান আনা হোক। সংসদীয় কমিটি সমানাধিকারের ভাবনায় ব্যভিচারের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে এ বার মহিলাকেও শাস্তি দেওয়ার বিষয়টিও খতিয়ে দেখার কথা বলছে।

ভারতে ব্যভিচার সংক্রান্ত আইনটি ১৫৭ বছরের পুরনো। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইপিসির ধারা ৪৯৭ বলছে যে, কোনও ব্যক্তি বিবাহিত কোনও মহিলার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্ক করলে তা ধর্ষণ নয়, ব্যভিচার হিসেবে গ্রাহ্য হবে। সেক্ষেত্রে এই পরকীয়া প্রমাণিত হলে এবং অভিযোগ দায়ের হলে শাস্তি শুধু পুরুষেরই হবে। যে মহিলার সঙ্গে তিনি সম্পর্কে জড়িয়েছেন তার কোনও শাস্তি হবে না। পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে। অবশ্য এই সম্পর্কে সেই বিবাহিত মহিলার স্বামীর মত থাকলে বিষয়টি আর ব্যভিচারের অপরাধ হিসেবে গ্রাহ্য হবে না।

এতদিন অবধি দেখা গিয়েছিল পরকীয়ার ঘটনায় স্বেচ্ছায় নারী ও পুরুষ দু'জনেই জড়িত থাকলেও ৪৯৭ ধারায় মহিলাকে নির্যাতিতা হিসেবেই দেখানো হত আর পুরুষের জন্য শাস্তির বিধান দেওয়া হত। কমিটির মতে, অপরাধ হলে বিবাহিতা মহিলাও তাতে সমান অংশীদার, ফলে শাস্তির প্রশ্নে তার ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে হবে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির যে ৩৭৭ ধারাকে অসাংবিধানিক বলা হয়েছিল তাও ফিরিয়ে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কমিটির দাবি, সম্মিতিহীন সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবেই দেখা হোক। কোনও পুরুষের অসম্মতিতে যদি কোনও পুরুষ তাকে যৌন হেনস্থা করে, বা কোনও নারীর অস্মতিতে কোনও নারী জোর করে যৌন সম্পর্ক তৈরি করতে চায়, তাহলে তাকে অপরাধ হিসেবেই গণ্য করা উচিত। কোনোও রূপান্তরকামী ব্যক্তির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ তার ওপর যৌন হেনস্থা করলে তাও এই বিধানে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত বলে মনে করেছে কমিটি। ভারতের সংসদে গত বাদল অধিবেশনেই ব্রিটিশ জমানার সিআরপিসির বদলে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' কার্যকর করার জন্য সংসদে বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অসহায় বানভাসি এবং দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ালো বঙ্গ ইউথ সোসাইটি ও জনসেবা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ

মালদা ঃ মালদায় মহানন্দা নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে অনেক পরিবার। আর সেইসব বানভাসি পরিবারের পাশে দাঁড়ালো বঙ্গ ইউথ সোসাইটি নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আর সেই সংস্থাকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করেছে মালদার জনসেবা নামক একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। শনিবার রাতে বানভাসি মানুষদের ত্রাণ বি বিলি এবং মালদা টাউন স্টেশনের দুঃস্থ মানুষদের পেটপুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় বঙ্গ ইউথ নামক সংস্থার পক্ষ থেকে। আর এই সামাজিক গঠনমূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি আবু রাইহান, জনসেবা নার্সিংহোমের কর্ণধার মহম্মদ হামিদুর রহমান সহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। শহরের মহানন্দা নদী তীরবর্তী একশোরও বেশি বনবাসী মানুষদের ত্রাণ বিলি করা হয়। এরপর রাতে মালদা টাউন স্টেশনে শতাধিক দুঃস্থ মানুষদের জন্য ডিম, ভাত, সবজি , ডাল চাটনি মিষ্টি পেটপুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে।

সমবায় দুর্নীতি মামলা, আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে সিবিআইয়ের অভিযান

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার ঋণদান সমবায় সমিতির প্রায় ৫০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি মামলায় শহরজুড়ে অভিযানে নামলো সিবিআই। শনিবার সমবায়ের ম্যানেজার তৃপ্তিকনা চৌধুরী সহ সূর্য নগর এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলছে। সিবিআইয়ের আধিকারিকরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন। সমবায়ের কর্মী আধিকারিকদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন সিবিআইয়ের কর্তারা।তদন্তকারী দলে মহিলা সদস্যরাও রয়েছেন।এদিন সকাল ৬টা নাগাদ তদন্তকারীরা ডিআরএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় যান। সেখান থেকে একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা এদিন মূলত সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন। এই মামলায় সিবিআই আধিকারিকরা প্রতারিতদের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

PWD মোড়ের কাছে ড্রেনের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে মেয়র

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পি ডব্লু ডি মোড় এলাকা দিয়ে নতুন একটি ড্রেনের কাজ নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ৩১ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা বৃষ্টির সময় জলমগ্ন হয়ে পড়ে সেই সমস্ত এলাকার জল হিউম পাইপ এর মাধ্যমে মহানন্দা নদীতে নিয়ে যাওয়ার একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে পুরনিগমের পক্ষ থেকে। দীর্ঘদিন থেকে এই কাজটি আটকে রয়েছে এর আগেও এই কাজ করতে গিয়ে মেয়র কে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শীতলাপাড়া এলাকায় এলাকাবাসীদের বাধার মুখে পড়তে হয়। সেই কারণে সেখান থেকে সরিয়ে পিডব্লিউডি মোড় দিয়ে এই ড্রেনের কাজ আবারও শুরু করা হচ্ছে। শনিবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এলাকার ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে পড়তে হয় মেয়র গৌতম দেব কে।

আতঙ্ক নিয়ে সিকিম থেকে ফিরলেন পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি ঃ সিকিমে রিসার্চ করতে গিয়ে আটকে পড়েছিল হাড়িয়া ইউনিভার্সিটির অর্থনৈতিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। টানা দুদিন পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই তাদেরকে শিলিগুড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। শনিবার শিলিগুড়িতে ফিরে আসা সেই ছাত্রছাত্রীদের সাথে দেখা করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও মেয়রের সাথে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এদিন ছাত্রছাত্রীদের সাথে দেখা করে তাদেরকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র।জানা গিয়েছে মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ও দুজন অধ্যাপক এই টিমে ছিল, তারা মূলত সিকিমের প্রকৃতি নিয়ে রিসার্চ করতে এসেছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে আচমকাই হড়পা বানে বিপর্যস্ত হয় সিকিমের জনজীবন এই পরিস্থিতিতে তারা সেখানে আটকে পড়ে। এরপর শনিবার তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হয় বর্তমানে তাদেরকে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা ইয়ুথ হোস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে পুরনিগমের তরফে।

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ, পুরসভার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, NDRF, সিভিল ডিফেন্স সহ স্থানীয়দের উদ্যোগে তিস্তায় ভেসে আসা মৃতদেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হতে শুরু করেছে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ, পুরসভার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, NDRF, সিভিল ডিফেন্স সহ স্থানীয়দের উদ্যোগে তিস্তায় ভেসে আসা মৃতদেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হতে শুরু করেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ২৭ টি মৃতদেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন সেনা জাওয়ানও রয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে মর্গে সিকিমে নিখোঁজ হওয়া পরিবারের লোকজনেরা খোঁজখবর নিতে। রয়েছে নিখোঁজ হওয়া বেশ কিছু পরিবারের লোকজন এবং সেনা জাওনাও।

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে দার্জিলিং যাচ্ছেন তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি দল

শিলিগুড়ি ঃতৃণমূল কংগ্রেসের তিন প্রতিনিধির দল। সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মিত্র ও রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার শনিবার সকালে বিমানে কলকাতা থেকে বাগডোগরা পৌঁছান।আর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপালকে একহাত নিলেন তিনজন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যপাল ডেকেছেন। তাই আমরা সম্মান রক্ষা করতে যাচ্ছি। উনি তো কলকাতায় যাচ্ছেন না। দিল্লি আর দার্জিলিং করছেন। কেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? ফিরে আসুন না নিজের ঘরে। সারা পশ্চিমবঙ্গে ঘুরুন, প্রত্যেকে একশো দিনের টাকার দাবি করবে। এই আওয়াজ তিনি আর বিজেপির কেউ শুনতে চাইছে না। এই আওয়াজ ২০২৪ য়ে প্রতিফলিত হবে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল মালদহের বামনগোলার ব্লকের মদনাবতী অঞ্চলের, হরিশংকর পুর গ্রামের বাসিন্দারা

মালদহ ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল মালদহের বামনগোলার ব্লকের মদনাবতী অঞ্চলের, হরিশংকর পুর গ্রামের বাসিন্দারা। এদিন সকাল থেকেই নালাগোলা ডিটল রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাবাসীরা।বিক্ষোভ কারীদের অভিযোগ যে, দীর্ঘ দিন ধরে হরিশংকর পুর মোড় থেকে হরি শংকর পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পরে রয়েছে। পঞ্চায়েত প্রশাসনকে একাধিক বার অভিযোগ জানানোর পর ও কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ । কয়েক দিনের বৃষ্টিতে রাস্তাটির অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাড়িয়েছে।রাস্তায় কাদা এক ঝলক দেখলে বোঝা যায় না এটি রাস্তা না কোন চাষের জমি। গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা তুলে একবার রাস্তা টি মাটি দিয়ে সংস্কার করে ছিলেন। তার পর থেকে আর প্রসাশনের তরফে কাজ হয়নি। রাস্তা খারাপ থাকায় গ্রামে কোন এম্বুলেন্স ঢোকেনা ফলে অসুস্থ রোগীদের নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয় পরিবার পরিজনদের ।ওই এলাকায় দুটো স্কুল থাকায় ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধার মুখে পড়তে হয়। বিক্ষোভ কারি দের দাবি এই বেহাল রাস্তা দ্রুত সংস্কার করা হোক।প্রায় তিন ঘন্টা পর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা জয়েন্ট বিডিও হাসনাত আলী ও বামনগোলা থানার শংঙ্কর সরকার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী আসেন।এলাকার আধিকারিক ঘটনস্থলে এসে বিক্ষোভ কারীদের আস্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।এই বিষয়ে মদনাবতী অঞ্চলের প্রধান সনেকা হেমরম জানিয়েছেন রাস্তাটি বহুদিন ধরে বেহাল এলাকাবাসী ব্লক প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে কোননকাজ হয়নি।আজ পথ অবোধ করে। আমি এই রাস্তার বিষয় নিয়ে বিডিও স্যারের সাথে বসে আলোচনা করবো যতো তারাতাড়ি হয় রাস্তার কাজ শুরু করা যায়।

ফের বর্ধমান থানার বড়োসর সাফল্য বর্ধমান শহর থেকে ৭ আট দিন আগে অভিযোগ আসে বর্ধমান শহর থেকে বেশকিছু সামগ্রী চুড়ি গেছে

বর্ধমান ঃ ফের বর্ধমান থানার বড়োসর সাফল্য বর্ধমান শহর থেকে ৭ আট দিন আগে অভিযোগ আসে বর্ধমান শহর থেকে বেশকিছু সামগ্রী চুড়ি গেছে।যেমন চারটি ঠাকুর মন্দির থেকে বেশকিছু সামগ্রী চুরি গেছে,পাশাপাশি একটি মটর সাইকেল,ও একটি সাইকেল চুড়ি গেছে।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ সেই চুড়ি যাওয়া মালপত্র উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দেন শনিবার বর্ধমান থানার পক্ষ থেকে।পাশাপাশি দুজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইতিমধ্যে।এদিন বর্ধমান সদর থানায় চুরি যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র মালিকদের হাতে তুলে দিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিএসপি ট্রাফিক ২রাকেশ কুমার চৌধুরী।

আসাম থেকে পালিয়ে এসে দুজন নাবালক প্রেমিক ধুপগুড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা। ঘটনার জেরে দাঁড়িয়ে পড়ে বন্ধে ভারত ট্রেন বলে ধুপগুড়ি রেল সূত্রে খবর

ধুপগুড়ি ঃ অবশেষে রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধুপগুড়ি জিআরপি এর সাব ইন্সপেক্টর উত্তম কুমার রায় বলেন, এরা দুজনেই ট্রেন ধরে ধুপগুড়িতে এসে পৌঁছায়। আহতরা দুজনেই আসামের রঙ্গিয়া এলাকার বাসিন্দা। দুজনেই আসাম থেকে ট্রেনে চেপে ধুপগুড়ি স্টেশনে নামে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় বলে খবর। এদিন সকালে দুজনেই ধুপগুড়ি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে শুয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে বলে। তখনই একটি মালগাড়ির কবলে পরে দুজনেই। গুরুতর আহত দুজন। এদের দুজনের নাম অমিত মিত্র এবং তিথি বর্মন বলে জানা যায়। এরা দুজনেই নাবালক বয়স ১৬ এর। পরবর্তীতে মালগাড়ির ধাক্কায় দুজনেই গুরুতর আহত ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক দুজনকেই জলপাইগুড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে এখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনার জেরে কোচবিহার গামী বন্দে ভারতের মতন গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনকে মিনিট খানেক দাঁড় করানো হয় ধূপগুড়ি রেল স্টেশনে।রেল পুরো বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে শৌর্য জাগরণ রথযাত্রা নামক শোভা যাত্রা

শিলিগুড়ি ঃ অযোধ্যায় তৈরি হচ্ছে রাম মন্দির আগামী বছরের জানুয়ারি মাস নাগাদ রাম মন্দিরের শুভ উদঘাটন উপলক্ষে শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে শৌর্য জাগরণ রথযাত্রা নামক শোভা যাত্রার আয়োজন করা হয় এই শোভাযাত্রাটি শিলিগুড়ির মোড় থেকে পুনরায় সে আর কেউ মোর হয়ে শিলিগুড়ি হিন্দি হাই স্কুলে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এই শোভাযাত্রা কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার দিকে লক্ষ্য রেখে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় শোভাযাত্রা শুরুতেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উইনার বাহিনী সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন

উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ শনিবার মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ শনিবার মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বাগডোগরা থেকে কালিম্পং এর উদ্দেশে রওনা দিলেন। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ শনিবার মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বাগডোগরা থেকে কালিম্পং এর উদ্দেশে রওনা দিলেন। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ শনিবার মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বাগডোগরা থেকে কালিম্পং এর উদ্দেশে রওনা দিলেন।

কলকাতা নিউটাউন এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে সুটকেস বন্দী মালদার কালিয়াচকের ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ, ১৬ মাইল গুরুটোলা গ্রামে এসে পৌছায় মৃত ছাত্রের কফিনবন্দি দেহ

মালদা ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কলকাতা নিউটাউন এলাকার ভাড়াবাড়ি থেকে সুটকেস বন্দী মালদার কালিয়াচকের ওই ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ । অপহরণের পর ৩০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ না দেওয়াই ওই ছাত্রকে খুন করেছে দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ করেছেন মৃতের পরিবার। আর বিষয়টি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কালিয়াচক এলাকায়। শনিবার সকালে কালিয়াচক৩ ব্লকের বীরনগর২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ মাইল গুরুটোলা গ্রামে এসে পৌছায় মৃত ছাত্রের কফিনবন্দি দেহ। হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। জানাজার নামাজে ১৬ মাইল ঈদগাহাতে ভিড় উপচে পড়েছিল। শনিবার সকাল ৯ টা নাগাদ ১৬ মাইল কবর স্থানে কবর দেওয়া হয় মৃত ছাত্রের।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নেশাগ্রস্ত জাতীয় কোন পদার্থ খাইয়ে তার একপরে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রকে। মৃত ছাত্রের দেহ উদ্ধারের পর তার মুখে সেলোটেপ বাধা ছিল হাতপা ছিল বাঁধা অবস্থায়। যদিও এই খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মূল অভিযুক্ত গৌতম সিংহ, পাপ্পু ঘোষ সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে নিউটাউন থানা পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মৃত ছাত্রের দুই বান্ধবীও রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , মৃত ছাত্রের নাম সাজিদ হোসেন (১৯)। তার বাড়ি মালদার কালিয়াচক থানার ১৬ মাইল এলাকায়। পরিবারের একমাত্র ছেলে ছিল সাজিদ। মৃত ছাত্রের বাবা মুক্তার হোসেন কালিয়াচকের একটি হাইস্কুলের শিক্ষক। মা সামিমা খাতুন। তিনি কালিয়াচকের একটি বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়ামের কর্ণধার তথা প্রিন্সিপাল। এলাকার সম্ভ্রান্ত পরিবার রয়েছে সাজিদ হোসেনের।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাজিদ হোসেন মেডিক্যালে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কলকাতার নিউটাউনের একটি মেসে থাকত। গত বুধবার রাতে তাকে মেসের রুমে না পাওয়ায় বাড়িতে ফোন করা হয়। তারপরেই কিডন্যাপ হয়েছে বলে বাড়িতে তার বাবার কাছে ফোন আসে । মুক্তিপণ বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঘটনার খবর বাড়িতে আসার পরই শোকস্তব্দ হয়ে যায় পরিবার।প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মদ খাইয়ে বালিশ চাপা দিয়ে প্রথমে খুন করা হয় সাজিদ হোসেনকে। তারপরে মুখে সেলোটেপ জড়িয়ে দেয় মৃত্যু নিশ্চিত করতেই। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে একথা স্বীকার করেছে ধৃত গৌতম সিং।

গ্রামের রাস্তায় জল জমে যাওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে, রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয় গ্রামবাসীদের

মালদা ঃ মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবলা কমলপুর এলাকার ঘটনা।।গ্রামবাসীদের দাবি দীর্ঘ দিন ধরে প্রবল বর্ষণের জেলে রাস্তায় জল লেগে থাকে। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন স্থানীয় বাসিন্দাদের।গ্রামবাসীদের অভিযোগ বর্ষার মৌসুমে প্রতিবারই আমরা জলমগ্ন হয়ে থাকে গোটা এলাকা আজকে প্রায় একমাস ধরে আমরা জলবন্দী অবস্থায় রয়েছি রাস্তায় সেই নোংরা জলের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে গিয়ে চর্ম রোগ হচ্ছে এককে সময় খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো হচ্ছে না এখন অব্দি কোন প্রশাসনের তরফ থেকে কেউ দেখা করতে আসেনি আমাদের দাবি অবিলম্বে আমাদের এখানে ড্রেনের সিস্টেম নিকাশি ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিবারই ভোটের সময় বলা হয় কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে আর কেউ করেনা তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা টায়ার জালি বিক্ষোভ করছিসকাল থেকেই তাদের বিক্ষোভ চলছেযতক্ষণ না প্রশাসনের তরফ থেকে বা ব্লক প্রশাসন তরফ থেকে কেউ আসছে ততক্ষণ তাদের অবরোধ চলবেড

ফের পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযানে নামলো পুরসভা

শিলিগুড়ি ঃ নিষেধাজ্ঞার পরও শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ।সবজি, ফল, মাছ বাজার থেকে শুরু করে মুদিখানা দোকানগুলিতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগেই ক্রেতাদের জিনিস দেওয়া হচ্ছে। যেকারণে পুজোর আগে ফের একবার অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পুরনিগম।প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জরিমানাও শুরু করা হয়েছে। শনিবার ফুলেশ্বরী বাজারে অভিযান চালায় পুরনিগমের কর্মীরা।এদিন বেশকয়েকজন ব্যবসায়ীকে ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।এদিকে জরিমানা করতেই ক্ষোভপ্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা। শহরের বহু জায়গায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিক্রি করছেন। সেখান থেকেই সেই ক্যারিব্যাগ শহরের বাজারগুলিতে থাকা দোকানগুলিতে আসছে। অথচ কেন বড় ব্যবসায়ী ও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা সেই প্রশ্ন তোলেন ব্যবসায়ীরা।

রাজ্যপাল কে দফায় দফায় কালো পতাকা দেখালো তৃণমূল কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যপাল কে দফায় দফায় কালো পতাকা দেখালো তৃণমূল কংগ্রেস এদিন রাজ্যপাল টিভি আনন্দ দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে যাবেন বলে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে যাওয়ার পথে প্রথমে বাগডোগরাতে এবং মাটিগাড়া অঞ্চলে রাজ্যপাল কে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসরা। তারপরেই শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসের সামনেও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, কালো পতাকা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজের সামনে।শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউস থেকে দার্জিলিংয়ের রাজভবন এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন রাজ্য পাল সিবি আনন্দ বস । শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজের থেকে বেরোনোর সময় ক্ষের কালো পতাকা এবং বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যপাল

কালিম্পঙের বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে এলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস

শিলিগুড়ি ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কালিম্পঙের বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামলেন যুব কল্যাণ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস।এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সোজা কালিম্পঙের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস জানান, বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখা হবে।মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিষয়টি মনিটারিং করে সবরকম ব্যবস্থা করছেন।ক্ষতিগ্রস্ত কালিম্পঙের জন্য ২৪ কোটি টাকা সহায়তা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কালিম্পঙকে সহায়তা না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।এদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কলকাতায় আসা নিয়ে কটাক্ষ করেন।তিনি বলেন, আমরা দিল্লিতে গিয়েছিলাম সেইসময় পেছনের দরজা দিয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কলকাতায় এসেছেন কখন পালিয়ে যাবেন তা আমার জানা নেই।

কোচবিহারে প্রতিবাদ শোভাযাত্রা সংগঠিত করে কোচবিহার জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ দিল্লিতে অনশনরত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপর বিনা প্ররোচনায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে গোটা রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নামলো তৃণমূল কংগ্রেস।শনিবার কোচবিহারে এক প্রতিবাদ শোভাযাত্রা সংগঠিত করে কোচবিহার জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন কোচবিহার রাসমেলা ময়দান থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল কোচবিহারের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলিকে পরিক্রমা করে কোচবিহার ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান তথা বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায় পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে আরো জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করবার হুঁশিয়ারি দেন নেতৃত্বরা সেইসাথে আগামী দিনের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে এগোবে, সেই নিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকদের বার্তা দেন তারা।

পুরাতন মালদা পৌরসভার ৭ নম্বর এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব

মালদা ঃ শনিবার বিকেলে পুরাতন মালদা পৌরসভার ৭ নম্বর এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।। এদিনের ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পুরাতন মালদা পৌরসভার পুরোপ্রধান কার্তিক ঘোষ ,উপপ্রধান শফিকুল ইসলাম সহ ৭ নম্বর ও ১৯ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শত্রুগণ সিনা বর্মা , বিশ্বজিৎ হালদার , তৃণমূল নেতার নব রঞ্জন সিনহা সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুরাতন মালদার পালপাড়া ধানহাটির ওল্ড মালদা রাজ্য সড়কের উপরে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কুশপুত্তুলিকা দাহ করে, পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তৃণমূল নেতৃত্ব।এদিন এই কর্মসূচিতে পুরাতন মালদা পৌরসভার পুরোপ্রধান কার্তিক ঘোষ জানান, গত কয়েকদিন আগে ১০০ দিনের বকেয়া টাকা এবং আবাস যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে দিল্লির কৃষি দপ্তরে অভিযান চালানো হয়েছিল রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে, সেই সময় দিল্লির পুলিশ বিজেপি সরকারের ইশারায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এবং তৃণমূল নেতৃত্বের উপর আক্রমণ চালায় ,সেই ঘটনার প্রতিবাদে আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

झारखण्ड सरकार GOVERNMENT OF JHARKHAND
दुमका के मयूराक्षी नदी पर उत्कृष्ट तकनीक से
नवनिर्मित उच्चस्तरीय पुल का उद्घाटन
तथा अन्य पथ परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह
पुल की लंबाई 2.34 Km
कुल लागत ₹198 करोड़
» बड़े शहरों से जुड़ेगा पुल जिससे कृषि, आर्थिक, औद्योगिक एवं पर्यटन का होगा विकास और रोजगार सृजन का मार्ग होगा प्रशस्त
» ₹193 करोड़ की लागत से 132 KM के 10 पथ परियोजनाओं का उद्घाटन
» ₹143 करोड़ की लागत से के 12 पथ परियोजनाओं का शिलान्यास
» पथ/पुल परियोजनाओं के लिए दुमका को ₹534 करोड़ की सौगात
मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड
विशिष्ट अतिथि
श्री बादल पत्रलेख
माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
गरिमामयी उपस्थिति
श्री शिबू सोरेन
माननीय सांसद, राज्यसभा
डॉ० निशिकान्त दुबे
माननीय सांसद, गोड्डा
श्री विजय हाँसदा
माननीय सांसद, राजमहल
श्री सुनील सोरेन
माननीय सांसद, दुमका
श्री नलिन सोरेन
माननीय विधायक, शिकारीपाड़ा
श्री प्रदीप यादव
माननीय विधायक, पोड़ैयाहाट
श्रीमती सीता सोरेन
माननीय विधायक, जामा
श्री बसंत सोरेन
माननीय विधायक, दुमका
श्री दिनेश विलियम मरांडी
माननीय विधायक, लिट्टीपाड़ा
श्रीमती जॉयेस बेसरा
माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद, दुमका
दिनांक : 30 अक्टूबर, 2023 | समय : अपराह्न 1 बजे
स्थान : मकरमपुर, दुमका
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

বিয়ের অনুষ্ঠান ঃ ঝোঁক বাড়ছে জাঁকজমকে

বাঙালি জীবনে বিয়ে শুধু দুজন মানুষের বন্ধনের উপলক্ষ্য নয়, সামাজিক একটি উৎসবও। কোনো কোনো আয়োজনের মাত্রা এতোই বেশি থাকে যে, সেই বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। সামাজিক উৎসব বিয়ে এখন কনটেন্টের উৎসে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ধাপে, রকমারি আয়োজনে অবস্থাপন্নরা বিয়ের কাজটি সারছেন। তবে নিজেরা ঝামেলামুক্ত থাকতে অনুষ্ঠান করার দায়দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের হাতে। যারা 'ওয়েডিং প্ল্যানার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানের স্থান, খাবারদার, বরকনের সাজপোশাক, মঞ্চ, যানবাহন, নিমন্ত্রণপত্র, ছবি, ভিডিও সব কাজের দায়িত্ব নিয়ে নেয় বিয়ে ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানগুলো। অনলাইন-অফলাইন মিলিয়ে দেশে এমন প্রতিষ্ঠান শতাধিক বলে জানা গেছে। যাদের আর্থিক সক্ষমতা বেশি তারাই বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করতে এসব প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয় বলে জানালেন রন্ধনবিদ ও রূপ বিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা রীতা। তিনি বলছেন, এখন একটি বিয়ে কেন্দ্র করে সাত-আটটি অনুষ্ঠান হয়। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান, বউভাত, গায়ে হলুদের পাশাপাশি ব্রাইডাল শাওয়ার, ব্যাচেলর নাইট নানা কিছু যুক্ত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠান কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে বরকনে ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা সাজায় অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান। বিয়েকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের জাঁকজমক বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরে রাহিমা সুলতানা রীতা বললেন, 'এমন অনুষ্ঠানেও গিয়েছি, যেখানে ডেকোরেশনেই ২-৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।' বিয়ের বিশাল আয়োজনের অনেক ক্ষেত্রেই 'শো-অফ' বা 'লোকদেখানোর' প্রবণতা থাকে বলে তিনি মনে করেন। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিয়ে কী ও কেন এসব বিষয়ে বরকনেকে বুঝানোর পরামর্শ দিলেন প্রিব্রাইডাল কাউন্সিলর রাহিমা সুলতানা রীতা। তার মতে, বিয়ে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় আজকাল বিচ্ছেদের সংখ্যাও বাড়ছে। বিয়ের অনুষ্ঠান সামনে রেখে তৈরি সরকারি, বেসরকারি 'কমিউনিটি সেন্টার' শহর থেকে গ্রাম অবধি ছড়িয়ে পড়ছে। এর আগে মফস্বলে বাড়ির উঠানে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্যান্ডেল সাজানো হতো। শহরে বাড়ির ছাদ বা আশপাশের খালি জায়গা বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে নির্ধারণ করা হতো। তারও আগে পুরান ঢাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ের আয়োজন মসজিদকেন্দ্রিক ছিলো বলে জানালেন ঢাকা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিম বখশ। তিনি জানালেন, আগে পাড়ার মসজিদে বর বসতেন। এখানেই বিয়ের ব্যবস্থা হতো। আর আশপাশের কোনো বাড়িতে খাওয়ার আয়োজন করা হতো। তারপর বরকে কনের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে কনেকে বরের হাতে তুলে দেওয়া হতো। এটাই ছিলো মেয়েকে বিদায়ের পর্ব। কমিউনিটি সেন্টার হওয়ার পর পর বিয়ের অনুষ্ঠানের পুরো আদল বদলে গেছে বলে তিনি মনে করেন। মোহাম্মদ আজিম বখশ বলছেন, বিয়ের অনুষ্ঠান আগে ছিলো দুই পক্ষের আত্মীয়দের মিলনমেলা। সেটা এখন আর নেই। মেয়েপক্ষের লোকজন আগেই খেয়েদেয়ে চলে যায়। বর আসে রাত ১০টায়। ফলে কারো সাথে কারো দেখা হয় না। বিয়ের উৎসব কেন্দ্র করে যে সামাজিক বন্ধন, সেটা এখন কমে গেছে এই পর্যবেক্ষণ তার। এখন অবশ্য নিজ এলাকায় বা সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টিও কেউ কেউ মাথায় রাখছেন না। তারা 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' বা গন্তব্যে গিয়ে বিয়ে করার পথ বেছে নিচ্ছেন। যেখানে পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, কিছু বন্ধু হয়তো নিমন্ত্রিত হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। তবে এমন আয়োজনে ছবি তোলা পরিপূর্ণ গুরুত্বই পায়। কারণ দর্শনীয় স্থান বা প্রকৃতির মাঝে বিয়ে করার বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখতে চান নব দম্পতিরা। 'ওয়েডিং প্ল্যানার'রা নতুন এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও দিচ্ছে সেবা।

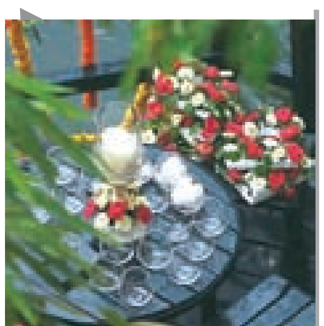

জানা অজানা

হারিকেন ওটিসে মেক্সিকোয় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯

হারিকেন ওটিসের আঘাতে মেক্সিকোর উপকূলীয় শহর আকাপুলকো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। নির্বাচনের আগে বিরোধীরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে বলে সমালোচনা করেছেন দেশটির প্রেসিডেঃট ওবরাডোর। মেক্সিকো সরকার শনিবার জানিয়েছে যে, ওটিসের আঘাতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ এ পৌঁছেছে। নিহতদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ এবং বাকিরা নারী। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনীর আট হাজারের বেশি সদস্যকে মোতায়েন করা হয়েছে। ক্যাটাগরি পাঁচ মাত্রার সামুদ্রিক ঝড়টি গত বুধবার ঘণ্টায় ২৬৬ কিলোমিটার বেগে আকাপুলকোতে আঘাত হানে। সেসময় বন্যার পাশাপাশি অনেক বাড়ির ছাদ উড়ে যায় এবং যানবাহন পানিতে ডুবে যায়। স্থানীয়রা তাদের প্রিয়জনদের খোঁজ নিতে পারছেন না যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উপকূলীয় শহরটির দুই লাখ ২০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি এবং ৮০ শতাংশ হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন আছেন পাঁচ লাখ ১৩ হাজারের বেশি মানুষ। হারিকেন ওটিসে ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে ১৫০০ কোটি মার্কিন ডলার বলে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ পাঠানো শুরু হয়েছে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওবরাডোর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করা ২৪ মিনিটের এক ভিডিওতে সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি সেখানে তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন, হারিকেনের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাচ্ছে তারা। দেশটিতে আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ''তারা শকুনের মতো ঘুরছে, মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে তারা ভাবছে না, তারা আমাদের আঘাত করতে চায় কারণ সেখানে অনেক প্রাণহানি হয়েছে,'' বলেন তিনি। হারিকেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতীতের অন্য যেকোনো সরকারের চেয়ে তার সরকার বেশি কাজ করছে, এমন দাবি করেন তিনি। গণমাধ্যম মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে বলেও দাবি করেন তিনি। নিরাপত্তামন্ত্রী রোজা আইসলা রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, ঝড়ের পর থেকে ১০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন যে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত আকাপুলকোর মানুষের সহায়তায় পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেয়নি সরকার। কারণ সেখানকার মানুষকে এখনো খাদ্য ও পানীয় জল পেতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

ভারতের সাংবাদিকেরা চাকরি পুনর্বিবেচনা করছেন

শুভাঙ্গি দেহ্গায়েন
প্রাবন্ধিক

ভারতে সরকারের বিরোধিতা করা সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োগের ঘটনায় মানবাধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

অক্টোবর মাসের শুরুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের সমালোচনা করা গণমাধ্যম নিউজক্লিকের কয়েকজন সাংবাদিকের বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। অন্তত ২৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

নিউজক্লিকের প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক প্রবীর পুরোকায়স্থ ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান অমিত চক্রবর্তীকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযান ও গ্রেপ্তারের আগে পুলিশ নিউজক্লিকের বিরুদ্ধে চীন থেকে টাকা নেওয়ার বিনিময়ে ভারতের নীতি ও প্রকল্পের সমালোচনা এবং চীনের নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগ করেছিল।

নিউজক্লিক এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এটি 'ভারতে মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের মুখ বন্ধ করার 'একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা' বলে জানিয়েছে। সরকার এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

ফ্রি স্পিচ কালেকটিভের গবেষণা বলছে, ২০২০ সাল থেকে ১৬ জন সাংবাদিককে সন্ত্রাসবিরোধী আইন লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ভারতে প্রায় ৯০০টি সাংবাদিকতার স্কুল আছে। সেখান থেকে প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী বের হন।

কাজের সুযোগ কমতে থাকা ও কম বেতনের সঙ্গে গণমাধ্যমের উপর সরকারের চাপ যুক্ত হওয়ায় উদ্বিগ্ন তরুণ সাংবাদিকেরা। ক্যারিয়ার শুরুর আগেই তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছেন বলে জানান।

সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা করা ২৫ বছর বয়সি ডরিন বোরা জানান, নতুন দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যাস কমিউনিকেশন্সের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপককে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে পুরো একবছর পড়াতে দেয়া হয়নি। ''আমার অধ্যাপক আমাদের সতর্ক করেছিলেন যে, ভারতে সাংবাদিকতায় 'স্বাধীনতার' ধারণাটি ক্ষীয়মাণ হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা একটি সংকটময় সময়ে প্রবেশ করছি,'' বলেন তিনি।

''দুই বছর পর আমি এখন দেশের রাজধানী শহরে আছি এবং সম্ভাব্য সর্বনিম্ন বেতন নিয়ে জীবনধারণের আশা করছি। আবেগ কতক্ষণ আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'' প্রশ্ন তার।

২৮ বছর বয়সি সাংবাদিক বৃন্দা শর্মা জানান, তিনি ভারতে স্বাধীন সংবাদের অগ্রদূত এনডিটিভিকে সমস্যার মুখোমুখি হতে দেখেছেন। অর্থপাচারের অভিযোগে ২০১৭ সালে এনডিটিভিতে অভিযান চালিয়েছিল সরকার।

এরপর আর্থিক সংকট ও বিশাল ঋণে জর্জরিত এনডিটিভি কিনে নেন বিজেপি সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গৌতম আদানি।

''রাজনীতি নিয়ে রিপোর্ট করা একজন হিসেবে আমি সত্যিই নার্ভাস বোধ করতে শুরু করছি,'' বলেন বৃন্দা শর্মা। ''পুলিশ যদি নিউজক্লিকের সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করতে পারে তাহলে আমিও ভবিষ্যতে সত্যিকারের বিপদে পড়তে পারি,'' বলেন তিনি। ২৫ বছর বয়সি সৌম্য রাস্তগি একটি প্রখ্যাত জাতীয় দৈনিকে কাজ করেন। তবে তিনি পত্রিকার লাইফস্টাইল বিভাগে কাজ করেন। ''তাই সাংবাদিকদের উপর হামলাকে এখনও আমি ব্যক্তিগত স্তরে দেখছি না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি রিপোর্টিং করতে চাই, কিন্তু আমার মা-বাবা তা করতে দিতে চান না,'' জানান তিনি।

তারপরও তিনি সাংবাদিকতা করে যেতে চান। দায়িত্ববোধ থেকে তিনি এটি করতে চান বলে জানান সৌম্য রাস্তগি।

বিয়ের নামে ঋণের বোঝা মাথায় নেওয়া কি খুব জরুরি

শামীমা নাসরিন

দুটি মানুষের এক হওয়া, দুটি পরিবারের আত্মীয়তার শুরু আর প্যান্ডেলের নিচে পাত পেড়ে খাওয়ানো-একসময় আপামর বাঙালি মধ্যবিত্তের বিয়ে ছিল এটা।

কিন্তু এখন বিয়ে মানে রীতিমত সিনেমার শ্যুটিং চলে! লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন

এনগেজমেন্ট, প্রিওয়েডিং ফটোশ্যুট, ব্রাইডাল শাওয়ার, আকদ, হলদি নাইট, মেহেন্দি নাইট, সাংগীত, বিয়ে, বৌভাত.. টানা কয়েকদিন ধরে এত এত অনুষ্ঠান আর তার জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ।

কোনো একটি অনুষ্ঠান বাদ গেলে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছে মান থাকে না। কখনো কখনো বরকনে মুখভার করে আফসোস করে। বাড়ির ছোটরা রাগ করতে থাকে তাদের আনন্দে কমতি হলো বলে। না, আমি কোনো উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের বিয়ের কথা বলছি না। মধ্যবিত্ত আমার উঁচুদরের উচ্চবিত্ত পরিবারের বিয়ে খাওয়া 'সৌভাগ্য' হয়নি। তাই তাদের আয়োজনে আরো কী কী সব এলাহি কারবার থাকে তা আমি বলতে পারছি না।

আমি বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে কথা বলছি। যারা আমার চারপাশেই থাকে। তাদের কারো কারো বিয়েতে কখনো আত্মীয় হয়ে, কখনো বন্ধু হয়ে এবং কালেভাদ্রে প্রতিবেশী হয়ে আমি নিমন্ত্রিত হই। ওইসব বিয়ের জৌলুস দেখলেও বেশিরভাগ সময়ই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ব্যতিক্রম যে নেই তা কিন্তু নয়। তবে বেশিরভাগ বিয়েতে অন্তত পাঁচ থেকে ছয় রকম অনুষ্ঠানতো থাকেই।

বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্তের জন্য বিয়ের জমকালো আয়োজন যেন আজকাল মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিয়েতে কে কত অর্থ ব্যয় করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলে। যত জমকালো অনুষ্ঠান, তত মর্যাদা বেশি। আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী জমকালো সে সব বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা অনেক দিন মনে রাখবে আর তাদের মুখোমুখি হলেই শুনতে পাওয়া যাবে প্রশংসা।

মর্যাদার এই লড়াই করতে গিয়ে এক বিয়েতেই শুধু অনুষ্ঠান আয়োজন বাবদ ২০-২৫ লাখ টাকা নেমে যায়, কারো কারো ৩০-৩৫ লাখ খরচের কথাও শুনেছি। চোখ তো আমার কপালে উঠবেই।

সম্প্রতি একটি বিয়ে বাংলাদেশে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সেটা হলো টেন মিনিট স্কুলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আয়মান সাদিক এবং ওই স্কুলেরই ইংরেজির শিক্ষক মুনজেরিন শহীদের বিয়ে। এ জুটি এবং তাদের পরিবার অবশ্য মধ্যবিত্তের মধ্যে পড়ে কিনা তা নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতেই পারেন। আমার নিজের মনেও সেই প্রশ্ন আছে।

তারকা জুটি আয়মান-মুনজেরিন কাজী ডেকে বিয়ে করেছেন ঢাকার একটি মসজিদে। কনের সাজে বাহুল্য নেই, বরও বেশ সাধারণ পোশাকে। তাদের এমন বিয়ের ছবি সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। অনেক তরুণ-তরুণী এমন সাধারণ বিয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু গোল বাঁধে পরদিন। যখন তাদের জাঁকজমকপূর্ণ গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান ও ডিজে পার্টির ভিডিও রীতিমত ভাইরাল হয়। শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা, বিতর্ক। তাদের বিয়ে বা বৌভাতের আয়োজনও ছিল দারুণ জমকালো। আয়মান নাকি বিয়ের গেটেই ১০ লাখ টাকা দিয়েছেন! অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের ছেলে আয়মান সাদিক। টেন মিনিট স্কুল দিয়ে নিজেও বেশ অর্থকড়ির মালিক হয়েছেন। মুনজেরিনের পরিবারও উচ্চমধ্যবিত্ত। তাই তারা বিয়েতে টাকা খরচ করতেই পারেন! আমার তাতে এতো হিংসে হচ্ছে কেনো?

ঠিক ধরেছেন, হিংসে যে একটু হচ্ছে সেটা কিন্তু সত্যি। আর এ কারণেই আমি তাদের বিয়ের প্রসঙ্গ টেনেছি। লাখো বাংলাদেশি তরুণ-তরুণীর চোখে আয়মান-মুনজেরিন আদর্শ জুটি। তাই তারাও তাদের মত করে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখবে। গোলমালটা এখানে। আমার বাবা উচ্চবিত্ত নন, আর আমিও আয়মান বা মুনজেরিনের মত রোজগার করি না। কিন্তু স্বপ্ন দেখি তাদের মত বিয়ের আয়োজনের। যার পুরোটা চাপ গিয়ে পড়ে পরিবার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের উপর।

সন্তানের বিয়েতে বাবা-মা কে তাদের শেষ সঞ্চয় পর্যন্ত ব্যয় করতে দেখেছি, বিশেষ করে মেয়ের বিয়েতে। এদিকে, বরের পরিবারকে অতটা চাপ না নিতে হলেও অনেক ছেলেকে দেখেছি বিয়ের খরচের জন্য বড় অংকের ঋণ করতে। গায়ে হলুদ বা হালদি নাইটে রাতভর উচ্চ শব্দে ডিজে পার্টি না করতে পারলে মান যাবে যে। মেহেদি পরতে পার্লার থেকে লোক আনা চাই, সব অনুষ্ঠানের জন্য সাজতে পার্লারে যেতেই হবে। ফটোগ্রাফার দিয়ে নানান ধাপে ছবি তুলতে হবে। 'বিয়েতে ফটোগ্রাফার না থাকলে বিয়ে করে কী লাভ, পরে তো শুধু এই ছবিগুলোই থাকবে'..অনেক কনের মুখে আমি এ কথা শুনেছি। যেন বর না থাকলেও চলবে কিন্তু ফটোগ্রাফার থাকা চাই ই চাই।

এই ফটোগ্রাফারদের যন্ত্রণায় বিয়ে বাড়িতে আজকাল বরকনের দেখা মেলাই ভার। ফটোগ্রাফাররাই থাকে বিয়ে নামক সিনেমার শ্যুটিংয়ে পরিচালকের ভূমিকায়। তারা বরকনেকে তুলে নিয়ে শহরময় ছবি তুলে বেড়ায়, বিয়ের স্টেজেও থাকে তাদেরই রাজত্ব। তাদের অনুমতি ছাড়া বরকনের কাছে ঘেঁষার কোনো উপায় নেই। কেন রে ভাই?

বিয়ে মানে আসলে কী? বিয়ে মানে তো দুজন মানুষের বন্ধন, দুটো পরিবারের আত্মীয়তা। বিয়ে সমাজের ধারক, বাহক। খুব বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। এই আশি-নব্বইয়ের দশকে মধ্যবিত্তের বিয়ে মানে ছিল বাড়ির ছাদে কিংবা উঠানে প্যান্ডেল টানিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। আত্মীয়-প্রতিবেশীদের মধ্যে যে ভালো সাজাতে পারতো, তার ডাক পড়তো কনে সাজাতে। তখন বউ মানে লাল টুকটুকে বেনারশী শাড়ি, মুখে স্নোপাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক, চোখে কাজল, খোঁপায় ফুল, গায়ে সাধ্য অনুযায়ী গহনা আর মিষ্টি লাজুক হাসি। কারো কারো পারিবারিক আবহে গায়ে হলুদের ছোট্ট আয়োজনও হতো।

যারা নিমন্ত্রিত তারাও নতুন শাড়ি কিনতে এখনকার মত বাজারে ছুটতেন না। বরং আলমারি খুলে সবচেয়ে ভালো শাড়িটা আর নিজের থাকা গয়না থেকে কিছু একটা পরে যেতেন অনুষ্ঠানে। তারপর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়, নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় আর বরকনেকে দোয়া বা আশীর্বাদ করা। সঙ্গে খাওয়া দাওয়া। ছবি তুলতে খোঁজ পড়তো যার কাছে ক্যামেরা আছে তার। প্রয়োজন মত 'ফ্লিম' কিনে দিলে ক্যামেরার মালিক দায়িত্ব নিয়ে বিয়ের আয়োজনের ছবি তুলে দিত।

সেই সময়ের আয়োজনের তুলনায় এই সময়ের আয়োজনে কোনো এত তফাৎ। কেনো আজকাল বিয়ের আয়োজনে এত জাঁকজমক। বিয়ের সব আয়োজনের জন্য আলাদা করে হল ঘর ভাড়া না করলেই নয় (ভাগ্যিস বলিউডের মত ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের ভূত এখনো মধ্যবিত্তের ঘাড়ে সেভাবে চেপে বসতে পারেনি), সেইসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, অনুষ্ঠান অনুযায়ী পোশাক-গহনা, ডিজে পার্টি, পার্লার তবে কী ওই সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সরকার অবশ্য তাই দাবি করে। বলে, বাংলাদেশ এখন মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো মন্ত্রী তো আরো কয়েক কাঠি এগিয়ে দেশকে সিঙ্গাপুর-সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করেন। অথচ, আমি দেখতে পাই মধ্যবিত্তের দৈনিক খাবারের তালিকা থেকে মাংস-মাছের পর এবার ডিম বরাদ্দও কমে গেছে। বাজার করতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খাওয়া মানুষগুলো যখন তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, তখন সত্যিই বুকের কোথায় যেনো ব্যথায় চিনচিন করে ওঠে। বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে জ্যামিতিক হারে আর চাকরিজীবীর আয় বাড়ে গাণিতিক হারে। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারে এখন আর সঞ্চয় বলে কিছু থাকে না।

আগে সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে খরচ কমিয়ে তাদের লেখাপড়া ও বিয়ে বাবদ একটু একটু করে সঞ্চয় শুরু করতো বাবা-মা। এটা আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে একরকম প্রথায় পরিণত হয়েছিল। মেয়ের জন্য একটু একটু করে গয়না গড়া হত। যাতে বিয়ের সময় চাপ না পড়ে।

এখন এসব কিছু সম্ভবই না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। আমার সরকারি চাকুরে বাবার একার রোজগারে পুরো নয় সদস্যের পরিবার চলতো। সঙ্গে বাড়িতে বাবা-মাকে খরচ পাঠানো। ভাইবোনদের বিপদে-আপদে, আনন্দ-অনুষ্ঠানে এগিয়ে যাওয়া। সবই চলতো তার একার রোজগারে। রোজার ঈদ আর জন্মদিন ছাড়াও যে নতুন জামা কেনা যায় সেটা জানা ছিল না। বছরে এক জোড়া জুতাই বরাদ্দ ছিল। তখন বিত্তবৈভব দেখি মিথ্যা সামজিক মর্যাদা আদায়ের চল ছোট্ট মফস্বল শহরে তেমন একটা ছিল না। ব্যয় কমিয়ে আমাদের চার বোনের জন্য বাবা কিছু সঞ্চয় করে রেখে গেছেন বিধায় তার অকালমৃত্যুর পরও আমার পরিবারকে ভেসে যেতে হয়নি। অথচ, আমি আর আমার স্বামী দুজনই চাকরি করি। রোজগার নেহাৎ মন্দ নয়। চালচলনে সচ্ছল মধ্যবিত্ত। অথচ, সঞ্চয়ের খাতা শূন্য। নিত্যপণ্যসহ সব কিছুর আকাশ ছোঁয়া দামে যা আয় তার পুরোটাই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজ এবং আমাদের দেশেরও আমার মত অবস্থা। আয় বাড়ছে বটে, কিন্তু তার থেকে ব্যয় বাড়ার গতি অনেক বেশি। তাই মাসে অধিক ব্যয় করা দেখে এটা ভাববেন না আমাদের সামর্থ্য বেড়েছে। বরং ভেতরটা দিন দিন ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে।

বিয়ে পারিবারিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। বিয়ের একটি পবিত্র বন্ধন এবং এর নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। প্রকৃত মর্যাদাকে পাশ কাটিয়ে বিয়ে নিয়ে ঠুনকো মর্যাদার যে প্রতিযোগিতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত নেমেছে তাতে নিজের মাথার উপর বিপদ ডেকে আনা ছাড়ার আর কোনো কাজই হয় না। জাঁকজমকে ভরা বিয়ের আয়োজন করে পরিবার অথবা নিজের মাথার উপর বিশাল ঋণের বোঝা নিয়ে আনন্দের সঙ্গে নতুন জীবন কী শুরু করা সম্ভব? আমার তো মনে হয় না।

সাময়িকী

বিয়ের আচার নাকি অত্যাচার?

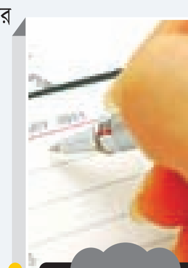

রুমা মোদক
কলামিস্ট

সম্প্রতি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দেশে কিংবা প্রবাসে বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে আপনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমার মতোই। বরকনের সামনে ছাতা-বর্ষাতি লাল নীল বাতি সেট করে এক দঙ্গল ফটোগ্রাফার, ভিডিওগ্রাফার। বর কনের চেহারা দেখা দূরে থাকুক,আপনি কেন এসেছেন কোথায় এসেছেন ভুলে যাবেন। এই ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফির অত্যাচারে বিয়ের যে আবশ্যিক অনুষঙ্গ কিছু ধর্মীয় রিউচুয়াল তাও নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। বিয়ে নারী ও পুরুষের যৌন অর্থাৎ একটি জৈবিক প্রয়োজনের সামাজিক, আইনগত ও ধর্মীয় রীতিসিদ্ধতা। প্রাণী জগতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই জৈবিকভাবে যৌনসত্তা স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী সভ্য নয় বলে, তাদের সামাজিক দায় নেই,সামাজিক দায়জাত মূল্যবোধ নেই। মানুষ সভ্যতার ধাপে ধাপে নানা মূল্যবোধ অর্জন করেছে। নারী পুরুষ লৈঙ্গিক পরিচয়ের উর্ধ্বে নানা সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে। এর কোনটা শ্রদ্ধার, কোনটা স্নেহের, কোনটা রক্তের বন্ধনের। সহোদর সহোদরা আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধিক সচেতনতায়। যে কোন নারীর সাথে যে কোন পুরুষের অবাধ যৌন সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সামাজিক শৃঙ্খলার খাতিরে। মানব জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়েছে বিয়ে নামক চুক্তি। নানা ধর্মে নানা বৈচিত্র্যময় চুক্তির ধরন। এই চুক্তির কারণে কেবল যে যৌন সম্পর্কে শৃঙ্খলা স্থাপিত হলো তা নয়। বরং এর সাথে যুক্ত হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা। ভরণ পোষণ ও অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা। ক্রমে এতে আবশ্যিক স্রোত হয়ে মিশলো মানুষের মানবিক আবেগ। পারিবারিক মর্যাদা, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বিষয়। উপজাত হিসাবে তৈরি হলো বিচ্ছেদ জনিত বেদনা ও ভোগান্তি,সামাজিক হেনস্থা। এই ধর্মীয় সামাজিক চুক্তির ফাঁক ফোকর গলে অনেকেই সুযোগ পেলো দায় এবং দায়িত্ব অস্বীকারের। ফলে একসময় এর সাথে যুক্ত হলো আইনি বাধ্যবাধকতা। সামাজিক শৃঙখলা ক্রমে আইনি বাধ্যবাধকতায় ওতোপ্রোতো ভাবেই জুড়ে গেলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সাথে। এই উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে প্রধান দুটি ধর্ম হিন্দু এবং ইসলাম। দুটো ধর্মে বিবাহরীতি দু'রকম। ইসলাম ধর্মে বিয়ে সরাসরি চুক্তি। কাজি, যা কিনা বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া কাজির মাধ্যমে সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহর ধার্য করে মুসলিম বিয়ে সম্পন্ন হয়। যে বিয়েতে বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ আইন ও ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মেও বিয়ে একপ্রকার চুক্তি কিন্তু তা কিছুটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। মন্ত্রোচ্চারণ, সাত পাক, স্ত্রী কে আজীবন ভরণ পোষণ এর মন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নারী পুরুষের বিবাহ বন্ধন। ঢাক ঢোল পিটিয়ে লোক সাক্ষী রাখা। হিন্দু আইনে এখনো বিচ্ছেদ স্বীকৃত নয়। ধর্মীয় আচরণের সাথে বিয়ে প্রথায় যুক্ত হয় নানা দেশীয় আচরণ। কাবিন আর দেনমোহরের বিয়েপ্রথায় যুক্ত হয়েছে এনগেজমেন্ট, গায়ে হলুদ,পান চিনি, রিসিপশন এর মতো আনুষ্ঠানিকতা। সাতপাকের বিয়ের বাঙালি রীতির আবশ্যিক পালনীয় রীতি অধিবাস সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে হয়ে গেছে গায়ে হলুদ। যেখানে কনে কিংবা বরকে সাজিয়ে গুজিয়ে সামনে পাশ্চাত্য রীতির কেইক আর ফলমূল সাজিয়ে এক হযবরল সংস্কৃতি। এর সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভারতীয় দক্ষিণের নানা রীতিনীতি, আচার। বলা বাহুল্য এসবই হিন্দি সংস্কৃতিজাত। সেসব ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন উহ্য রেখে যে বিষয়টি আলোচনা জরুরি এই হযবরল সংস্কৃতির চাপে বিয়ে নামক রীতি এখন রীতিমতো দৈত্যের মতো হা করে গিলতে বসেছে মধ্যবিত্তদের। আসলে বিয়ে সংক্রান্ত সর্বজনবিদিত বিষয়গুলো আমার মূল আলোচ্য বিষয় নয়। আমার মূল দৃষ্টি আকর্ষণ সময়ের প্রয়োজনে সৃষ্ট বিয়ে প্রথার এইকালে লোক দেখানো প্রতিযোগিতা। গল্পটি ছোটকালে আমাদের অনেকেরই পড়া। গণি মিয়া একজন গরীব কৃষক...। গণি মিয়ার সেই গল্পের মতো আমাদের হাল আমলের সব বিয়ে। ধর্মীয়, সামাজিক,লৌকিক এবং আইনগত প্রয়োজনের উর্ধ্বে বরং জাঁকজমকপূর্ণ লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা হয়ে উঠেছে এর মূল কাজ। বিয়ের বেনারসির ঐতিহ্য অনেক আগেই বাসি হয়েছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে হিন্দি কালচারের লেহেঙ্গা। এসবের দাম শুনে আপনি চমকে যাবেন, কখনো লাখ টাকাও ছাড়িয়ে যায়। শুধু দাম শুনে চমকাবেন কেন, ওজন আগলে কোমর ব্যাথাও হতে পারে একেকজন। কনে একদিনের জন্য যে লাখ টাকার লেহেঙ্গা পরে তা আগলে নিয়ে যায় আরও জনা পাঁচেক স্বজন পরিজন। তারপর ' আমার বিয়ের লেহেঙ্গা, লাখ টাকা দাম...' উত্তর প্রজন্মের কাছে এই গল্প আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা ছবির মাঝেই এর সীমাবদ্ধতা। এর আশ্রয় ঘরের ক্লজেট। একসময় ক্লজেটও হাঁপিয়ে যায় বোধ করি। এক বিশাল আপদ হয়ে দাঁড়ায় এই বিয়ের পোশাক।

পাঠকের চিঠি

ভোট থাকলে সংবাদমাধ্যম নিয়ে আলোচনাও থাকবে

একটা সময় ছিল, যখন সেলফোন ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না, ফোন বলতে ল্যান্ড লাইন, সেটাও সবার ঘরে ছিল না। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে সেটা আদি প্রস্তরযুগ মনে হতে পারে, কিন্তু তখন সংবাদপত্রের রমরমা ছিল দেখার মতো। মানুষের কাছে খবরের কাগজই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম। কারণ, টিভিতে তখন সরকারি খবরের বাইরে রাশি রাশি চ্যানেল তৈরি হয়নি। সেই সময়ের একটা ঘটনা বলি। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল গঠন করেছেন। বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবার পর আবার একটি দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরকার ও এনডিএ ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। সেই সময় একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, তৃণমূল-কংগ্রেস জোট জিতবে। বামেদের চূড়ান্ত হার হবে। এমনও শোনা যায়, তিনি তার দপ্তরে একজন তৃণমূল নেতার সঙ্গে বসে মন্ত্রিসভায় কে কে থাকবে, সেই তালিকাও তৈরি করে ফেলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিফলন সেই খবরের কাগজেও পড়েছিল। অধিকাংশ আসনেই তৃণমূল-কংগ্রেস প্রার্থীদের এগিয়ে রাখা হয়েছিল। বাস্তবে সেবার তৃণমূল পেয়েছিল ৬০টি আসন এবং কংগ্রেস ২৬টি। আর সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট পায় ১৯৬টি আসন। তবে সিপিএম একার ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এরপর ভোটদাতাদের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব কতটা তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। সময় বদলেছে। প্রথমে ঘরে ঘরে রঙিন টিভি ঢুকেছে। কালক্রমে ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষায় অসংখ্য নিউজ চ্যানেল হয়েছে। আর মানুষ যা চোখে দেখে সেটা অন্ধের মতো হুবহু বিশ্বাস করে। টিভির পর্দায় যা দেখানো হয়, সেটাই বিশ্বাসযোগ্য এমন ধারণা তৈরি হতে থাকে। তারপর এলো ডিজিটাল যুগ। সিংহভাগ মানুষের হাতে স্মার্টফোন। তাতে ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো হরেক প্ল্যাটফর্ম। সেখানে ভিডিও, ছবি সমানে আপলোড করা হচ্ছে। অসংখ্য ইউটিউবার তাদের চ্যানেল নিয়ে হাজির। নির্বাচন মানে যুদ্ধ। আর যুদ্ধ মানে ছলে বলে কৌশলে জেতার চেষ্টা। আর সেই চেষ্টার অঙ্গ হলো গণমনাধ্যমকে পাশে পাওয়া বা তার সুবিধা পাওয়া। **গৌতম, পশ্চিমবঙ্গ**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শিলচর ডিমা হাসাও মহাসড়কের কাজ ২০২৬ এর মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

ডিমা হাসাও জেলোর জন্যে ছয় হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বরাক উপত্যকার এক বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় এলাকাবাসীর জন্য খুশির খবর নিয়ে এলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান শিলচর ডিমা হাসাও মহাসড়কের কাজ পূর্ণ গতিতে অব্যাহত রয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে শিলচর ডিমা হাসাও ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলার জন্য ছয় হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করলেন তিনি।

প্রসঙ্গত একদিনের সফরসূচি নিয়ে ডিমা হাসাও জেলা উপস্থিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মূলত জেলাটিতে আযোজিত ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আযোজিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মোট ১৮২ জন ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের অস্ত্র সরকারের হাতে অর্পণ করেছেন। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলাতে বর্তমান শান্তির পরিবেশ ফিরে আসার জন্য রাজ্য সরকার এখানে প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা বিনিযোগ করতে চলেছে। এরমধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক বিনিযোগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে এই যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া কংগ্রেস আমলের শাসন ব্যবস্থার তুলনায় বর্তমান সরকারের সুশাসনের ফলে জেলাটি সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বর্তমান রাজ্যে ডিমা হাসাও এক অগ্রণী জেলায় পরিণত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এদিন মোট ১৮২ জন ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা আত্মসমর্পণ করে সরকারের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। এভাবে গত আড়াই বছরে মোট ৭২২০ জন ডিএনএলএ সদস্য সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। তাছাড়া এদিনের হিসাব সহ সংগঠনটি সব মিলিয়ে মোট ১৭০০ অটোমেটিক অস্ত্র জমা করেছে। ডিএনএলএ সদস্যরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার ফলে স্বাভাবিকভাবে এই সমগ্র এলাকা জুড়ে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র ডিমা হাসাও জেলা নয় বরং রাজ্যের অধিকাংশ এলাকায় প্রতিটি বিদ্রোহী জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা আত্মসমর্পণ করে শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহযোগ করেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডিমা হাসাও এবং কার্বি আংলং জেলায় বর্তমান বিশেষ কোনো উগ্রপন্থী সংগঠন নেই। তবে কুকি এবং মার জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সরকারের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জঙ্গি সংগঠন মূলধারায় ফিরে এলেও এমন একটি দিন আসবে যখন পরেশ বড়ুয়া নেতৃত্বাধীন আলফা এক্ষেত্রে সাড়া দেবে। তারা কেন বাদ পড়ে থাকবে কারণ বাকিরা সবাই এসে গেছে। তবে কখন আসবে কিভাবে আসবে সেটা বলা মুশকিল। তবে ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে বলে উল্লেখ করে আলফা স্বাধীন সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে জেলাটির ইতিবাচক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ সংক্রান্তে মন্তব্য করে তিনি বলেন বর্তমান ডিমা হাসাও জেলায় শান্তির এক নতুন পরিবেশ বিরাজ করছে। ডিমা হাসাও জেলার রাস্তাঘাট তথা যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে অসম সরকার, বিশ্ব ব্যাংক এবং এডিবি এই তিনটি সংস্থা মিলে ছয় হাজার কোটি টাকা বিনিযোগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ইতিমধ্যে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কয়েকটি সড়ক রাস্তাঘাটের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া বাকি সড়ক রাস্তাঘাটের নির্মাণ কাজ আগামী দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর যেটা হাফলং এর মধ্যে দিয়ে শিলচর পর্যন্ত যাচ্ছে সেটার কাজও দ্রুতগতিতে অব্যাহত রয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে এই ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া হোজাই উমরাংশু সড়কের নির্মাণের কাজও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নয়ন ডিমা হাসাও জেলাকে এক অনন্য জেলার মর্যাদা দেবে। এই জেলাতে একটি নতুন মডেল কলেজ এবং একটি পলিটেকনিকের শুভ আরম্ভ করা হয়েছে। তাছাড়া একলব্য মডেল, রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের নির্মাণ কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সমান্তরালভাবে ডিমা হাসাও জেলাতে অন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি জলজীবন মিশনের বিভিন্ন প্রকল্প, রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ এই জেলায় পূর্ণ গতিতে অব্যাহত রয়েছে। পর্যটনে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডিমা হাসাও জেলা অসমের মধ্যে একটি অগ্রণী জেলা হিসেবে রূপান্তরিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আরামদায়ক ও নিরাপদ ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে গুয়াহাটিএসএমভিটি বাঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ট্রেনটির চলাচল এলএইচবি কোচের সাথে শুরু

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ যাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১২৫১০১২৫০৯নং (গুয়াহাটিএসএমভিটি বাঙ্গালুরুগুয়াহাটি) ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির কোচগুলি আধুনিক এলএইচবি (লিংকে হফমেন বুশ) কোচে রূপান্তর করা হয়েছে, যা অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সজ্জিত। মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) শ্রীমতি কুইন ওজা ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে পতাকা নাড়িয়ে এলএইচবি রেকের এই ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নতুন করে রূপান্তরিত এলএইচবি ট্রেন নং. ১২৫১০ গুয়াহাটিএসএমভিটি বাঙ্গালুরু ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেসটি গুয়াহাটি থেকে প্রত্যেক রবি, সোম ও মঙ্গলবার ০৬.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে। যাত্রা পথে ট্রেনটি কামাখ্যা, নিউ বঙ্গাইগাঁও জং., নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি জং., মালদা টাউন, খড়গপুর, ভুবনেশ্বর, পালাসা, বিজয়ওয়াড়া, পেরাম্বুর, কাটপাডি হয়ে চলাচল করবে। যাত্রীদের জন্য ট্রেনটিতে এসি ২ টিয়ার, এসি ৩ টিয়ার, এসি ৩ টিয়ার ইকোনমি, স্লিপার ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস সহ ২৩টি এলএইচবি ডিজাইনের কোচ থাকবে। এখানে এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিরাপত্তার দিক থেকে দেখতে গেলে ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি সহ এলএইচবি কোচগুলি আরও প্রশস্ত ও আরামদায়ক হওয়ার সুবিধা রয়েছে। হাইড্রোলিক শক অ্যাবজর্বার ও উন্নত সাসপেনশন সিস্টেম থাকা এলএইচবি কোচগুলি প্রচলিত রেকগুলির তুলনায় যাত্রীদের জন্য উন্নতমানের রাইডিং অভিজ্ঞতা ও আরাম নিশ্চিত করে। প্রত্যেকটি কোচে মডিউলার ইন্টারিওর রয়েছে, যা সিলিং ও লাগেজ রেক এবং প্রশস্ত জানালার আলোর ব্যবস্থাকে একীভূত করে। প্রত্যেকটি এলএইচবি কোচে কন্ট্রোল ডিসচার্জ বাথরুম সিস্টেম ও বায়ো টয়লেট রয়েছে, আইসিএফ কোচের তুলনায় যা পরিবেশ অনুকূল। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষকে নিরাপদ, দ্রুত ও অধিক আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং এই ক্ষেত্রে গুয়াহাটিএসএমভিটি বাঙ্গালুরুগুয়াহাটি ত্রিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের আধুনিক এলএইচবি রেকে রূপান্তর করাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বিজেপি জেলা সভাপতির নেতৃত্বে ২৯ সদস্যীয় স্বয়ংসেবক অমৃত কলশ নিয়ে বোকারো থেকে দিল্লী রওনা দিলেন রাঁচি হয়ে

বোকারো ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির রাস্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নেতৃত্বে জে মেরী মাটি মেরা দেশ অভিযান শুরু হয়েছিল , সেটা এখন সম্পূর্ণতার দিকে, যা ৩১ অক্টোবর নিউ দিল্লীর কর্তব্য পথে শেষ হবে। এই অভিজানের অন্তর্গত অমৃত কলশ নিয়ে বোকারো জেলার ২৯ জন সদস্য রবিবার বোকারোর জেলা সভাপতি ভরত যাদব এর নেতৃত্বে , জেলা মহামন্ত্রী জয়দেব রায় এবং সঞ্জয় ত্যাগী রাঁচি থেকে দিল্লীর অমৃত স্পেশাল ট্রেনে রওনা হয়ে গেলেন। জেলা সভাপতি ভরত যাদব জানালেন জে এই মাটিতেই জন্ম এবং এই মাটিতেই মিলিয়ে যাব , ভারত দেশের মাটি মহান । যেখানে অন্য দেশের লোকেরা নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত ,সেইখানেই ভারতে শান্তি ও সৌহার্দ্যর বাতাবরণ , এটা মাটিরই মহিমা , ৭৫ বছরের বিকাস যাত্রা এবং আত্মত্যাগের মহিমা স্মরণ করাই এই যাত্রার উদ্দেশ্য । এই কাজে উপস্থিত ছিলেন অনিল স্বরণকার,সঞ্জয় প্রসাদ, পঞ্চানন মাহাত, ভৈরব মাহাত, জগতপতি সিংহ , রাজীব চৌবে, রাজেশ সিনহা , সনাতন সিংহ , পান্নালাল কাদু, অশোক শর্মা, রামচন্দ্রা মাহাত, মনোজ ঠাকুর, দীনেশ জাদব,ধরমেন্দ্র মাহথা, অভয় কুমার গলু, দিলিপ মাহাত ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ সেরাইকেলা খরসাওয়ান জেলার অন্তর্গত নিমডিহ ব্লকের জুগিলংপুরিয়ারা গ্রামে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার শুভ উপলক্ষে আযোজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক হরেলাল মাহাতো। শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রধান অতিথি হরেলাল মাহাতো বলেন, গানবাজনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকে মানব সভ্যতা গান, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আপ্যায়ন করে আসছে। তিনি বলেন যে আধুনিক জনপ্রিয় নৃত্য সঙ্গীত প্রাথমিকভাবে ১৯ শতকের শেষের পাশ্চাত্য সামাজিক নৃত্য সঙ্গীত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। ২০ শতকের গোড়ার দিকে নাচটি পাবলিক নাচ হলে উপস্থিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯২০ এর দশকে নৃত্য সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩০-এর দশকে, সুইং যুগ হিসাবে পরিচিত, সুইং মিউজিক ছিল আমেরিকায় জনপ্রিয় নৃত্য সঙ্গীত। হরেলাল মাহাতো বলেন, ঝাড়খণ্ডে অনেক ধরনের লোকগান ও লোকনৃত্য রয়েছে। সব ভাষার গানের নৃত্য এই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। এসময় বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান শিবিরে ৬৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা নিলেন গ্রামবাসীরা

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃসরাইকেলা খরসানা জেলার চান্ডিল ব্লকের আসানবানি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত টিসিআই এলাকায় সত্য নারায়ণ সোসিও ইকোনমিক অ্যান্ড রিসার্চ সেঃটারের সৌজন্যে রক্তদান সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আযোজন করা হয়। এই শিবিরে এলাকার যুবকরা রক্তদান করেন। এ উপলক্ষে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো শিবিরে উপস্থিত হয়ে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। এসময় হরেলাল মাহাতো রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। একই সাথে শিবির আযোজনের জন্য ডাঃ এস এন মুর্মুকে অভিনন্দন জানানো হয়। হরেলাল মাহাতো বলেন, গ্রামাঞ্চলে রক্তদাতার সংখ্যা বাড়ছে, যা খুবই ভালো ব্যাপার। মানুষের মধ্যে রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। এ কারণে সঠিক সময়ে অসহায় রোগীদের রক্ত পাওয়া যাচ্ছে। হরেলাল মাহাতো ডক্টর এস এন মুর্মুর কাজের প্রশংসা করেন এবং তার মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারেরও এ দিকে উদ্যোগী হওয়া উচিত। সরকারকে ব্লাড ব্যাংকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং তাদের যথাযথ যত্ন নিতে হবে। এখানে রক্তদান শিবিরে মোট ৬৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। যারা রক্তদান করেছেন তাদের ব্রহ্মানন্দ ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে সনদপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। একই সঙ্গে ক্যাম্পে গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। গ্রামবাসী তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন, যাদের অনেককে বিনামূল্যে প্রযোজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ এস.এন মুর্মু, দুর্যোধন গোপ, বাসুদেব প্রামাণিক, সুরেশ কুমার, অমিত কুমার, প্রদীপ গিরি, রবি কুমার সিং, দিনেশ মাহাতো, গুরুপদ সিং, ভিকি প্যাটেল, উষা মুর্মু, মমতা মুর্মু, কালিপদ সিং, খেতুরাম সিং, ডা. সঞ্জীব কুমার, ধনঞ্জয় দাস, লিলি মুর্মু, ফুলমণি লোহার, সুমিত্রা বোইপাই, কৃষ্ণা ওরাওঁ, নূর জাহান, কমলেশ কুমার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টায় মহানগরের সড়কে বিজয় উৎসব পালন করবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি দল বলে ঘোষণা কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

আপাতত ২০৩১ পর্যন্ত ঐক্য মঞ্চ মিলিতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সিদ্ধান্ত, শাসক পক্ষের ব্যাপক সমালোচনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। বিজয়ী হওয়ার আগেই বিজয় উৎসব। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালন করতে চলেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। আগামী ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ গুয়াহাটি মহানগরের রাজপথে ১৫ টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজয় উৎসব পালন করবে বলে জানালেন অসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন আপাতত ২০৩১ সাল পর্যন্ত ঐক্য মঞ্চ মিলিতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ২০২৪ এর নির্বাচন ঘিরে ২০২৩ সালে বিজয় উৎসব পালন করাকে কেন্দ্র করে বিরোধীর ব্যাপক সমালোচনা করেছে শাসক পক্ষ।

প্রসঙ্গত নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক বৃহস্পতিবার মহানগরের হোটেল লিলিতে দুপুর ২ টা থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের ১৩ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বৈঠকের একদিন পর একসঙ্গে চা পান করার আছিলায় বিরোধী পক্ষের ভূপেন বরা সহ চারপাঁচজন নেতার গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। মূলত রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা, আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি ভবেন চৌধুরী, অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ সহ আরো এক দুজন নেতা এই চা পান বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। অন্যদিকে শিবসেনা অসম প্রদেশ কমিটি সহ অন্য একটি রাজনৈতিক দল বিরোধী ঐক্য মঞ্চে যোগদান করেছে বলেও জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। তবে এই গোপন বৈঠকের পরেই শনিবার হঠাৎ বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রস্তাবিত বিজয় উৎসব সংক্রান্তে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন আগামী ৩ ডিসেম্বর প্রস্তাবিত বিজয় উৎসবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১৫ টি রাজনৈতিক দলেই অংশ নেবে। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বারংবার সাড়ে এগারোটার কথা বলছেন ফলে সেদিন সকাল সাড়ে ১১ টায় মহানগরের রাজপথে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ বিজয় উৎসব পালন করবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বহুবার শাসক পক্ষ সাড়ে ১১ টি আসন এবং বিরোধীপক্ষ আড়াইটি আসন পাবে বলে ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এই ১৫ টি দল মিলিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সরকার গঠন করবে। এরপর ২০৩১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও এই দলগুলো একত্রিত ভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ হিসাবে বজায় থাকবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ২০২৪ এর নির্বাচনের বিজয় উৎসব ২০২৩ সালে ৩ ডিসেম্বর, এর থেকে ভালো কথা আর কি হতে পারে। একইভাবে বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকা বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার ইতিহাস পরাজয়ের। তাছাড়া অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ পরাজয়ের এক্সপার্ট। তিনি বলেন ভূপেন বরা সভাপতি হওয়ার পর দশটির অধিক নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছেন। তিনি স্বয়ং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার হ্যাটট্রিক করেছেন। এরপরেও কংগ্রেস সভাপতি অযথা লম্প জম্প করছেন। তাছাড়া লুরিনজ্যোতি গগৈ একবারেই দুটি নির্বাচন হেরেছেন বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক মানব ডেকা। বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন পরাজিত হওয়ার পর কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অনুশোচনা না করে বরং কবিতা ভজন ইত্যাদি করে দিন কাটিয়ে দেন। তিনবার স্বয়ং পরাজিত হওয়ার পর এই ধরনের কথা বললে এটা বোঝা যায় যে তার সাইকোলজিক্যাল কোনো কিছু অসুবিধা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন বলেন গাড়িতে চাকা নেই অথচ টপ গিয়ারে গাড়ি চালানোর প্রচেষ্টা চলছে। লুরিনজ্যোতি গগৈর রাজনৈতিক কোনো অভিজ্ঞতা নেই। গাড়িতে চাকাই নেই অথচ টপ গিয়ারে গাড়ি চালাতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস এর সঙ্গে মিত্রতার প্রসঙ্গে দ্য কোশ্চেন ডাজ নট এরাইজ বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

আজীবন ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হয়ে থাকার ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনীতি। একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ আগামী ৩ ডিসেম্বর বিজয় উৎসব পালন করার কথা ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে করিমগঞ্জ, নগাঁও এবং ধুবড়ি লোকসভা আসন দখল করার পর এআইইউডিএফ বিজয় উৎসব পালন করবে বলে ঘোষণা করেছেন দলটির সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন জীবিত থাকা পর্যন্ত ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হতে থাকবেন। এই জায়গা কেউ দখল করতে পারবে না বলে হুংকার দিয়েছেন তিনি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে আসাযাওয়া বেড়ে গেছে সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের। ইদানিং ঘনঘন ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্র সফর করছেন তিনি। শনিবার একইভাবে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস এর সঙ্গে মিত্রতার প্রসঙ্গে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন দ্য কোশ্চেন ডাজ নট এরাইজ। তিনি বলেন কংগ্রেসের অধিকাংশ সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী রাজ্যের সংখ্যালঘুদের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উল্টো কংগ্রেসের জন্য মুসলমানদের মিয়া বলা হচ্ছে। কারণ কংগ্রেস নেতারা রাজ্যের মুসলমানদের মিয়া বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন। তবে এক সময় ছিল যখন কংগ্রেস বলতো ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে কুকুরের গলায় টিকেট ঝুলিয়ে দিলে সেই কুকুর নির্বাচনে জয়লাভ করবে। কিন্তু বর্তমান সেই দিন চলে গেছে। তিনি আজীবন ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হয়ে থাকবেন বলে ঘোষণা করেন এআইইউডিএফ সভাপতি। অন্যদিকে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেস প্রসঙ্গে খালি ডাব্বা খালি বটল বলে মন্তব্য করেছেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে রাজনীতির টিউশন দিতে ইচ্ছুক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা মগজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খালি। ফলে তাকে রাজনীতি শেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রযোজনে তাকে বিনামূল্যে রাজনীতির টিউশন দিতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তিনি বলেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা যেদিন তার কাছে রাজনীতির টিউশন নিতে আসবেন সেদিন থেকেই তাকে এই টিউশন দেওয়া হবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই টিউশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের জন্য সরকার কিছু করেনি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

‘এল ক্লাসিকো’তে আবার ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ, তদন্ত করবে বার্সা

প্যারিস ঃ ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ যেন থামছেই না। এবার বার্সেলোনার বিপক্ষে ‘এল ক্লাসিকো’তে আবার ভিনিসিয়ুসের বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বার্সা জানিয়েছে, তারা যেকোনো ধরনের বর্ণবাদী আচরণের তদন্ত করবে। গতকাল লুইস কোম্পানিস অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বছরের প্রথম ‘এল ক্লাসিকো’তে মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। ম্যাচের শুরুতে ইলকাই গুণ্ডোয়ানের গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করে বার্সা সমর্থকদের স্তব্ধ করে দেন জুড বেলিংহাম। ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে শীর্ষে উঠে মাঠ ছাড়ে ‘লস ব্লাঙ্কোস’ শিবির। আর রিয়ালের ক্লাসিকো জেতার রাতেই নাকি বর্ণবাদী আচরণ হয়েছে ভিনির সঙ্গে। রিয়ালের অভিযোগ আমলে নিয়ে শুধু বার্সাই নয়, লা লিগা কর্তৃপক্ষও এ ঘটনার তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে। বার্সেলোনা ও লা লিগা দুই পক্ষই আলাদাভাবে এ ঘটনার তদন্ত করার ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছে। লা লিগা লিখেছে, ‘আমরা বর্ণবাদী আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ করে যাচ্ছি এবং এ নিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক অভিযোগগুলো দায়ের করব।’ আর বিবৃতিতে বার্সা লিখেছে, ‘বার্সেলোনা সব সময় ফুটবল এবং খেলাধুলার চেতনাকে রক্ষা করে চলে। যেমন প্রতিপক্ষকে সম্মান করা। আমরা যেকোনো ধরনের বর্ণবাদী আচরণের তদন্ত করব।’ এক বছরের মধ্যে এ নিয়ে আটবারের মতো বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হলেন ভিনিসিয়ুস। ২০২২ সালে সেপ্টেম্বরে ওয়ান্ডা মেট্রিপলিটানোতে আতলেতিকো মাদ্রিদের ভক্তরা বর্ণবাদী গান গেয়ে ভিনিসিয়ুসকে কটাক্ষ করেন। একই মাসে কিছু ফুটবল বিশ্লেষক ভিনিসিয়ুসের গোল উদ্‌যাপন নিয়ে সমালোচনা করেন। ডিসেম্বরে তৃতীয়বারের মতো বর্ণবাদী আচরণের শিকার হন এই ব্রাজিলিয়ান। এবার ভিনির প্রতি বর্ণবাদী আক্রমণ করেন রিয়াল ভ্যালাদোলিদের সমর্থকেরা। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আবার আতলেতিকো সমর্থকদের বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়েন ভিনিসিয়ুস। পরের মাসে একই ঘটনা ঘটে মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচে। আর মার্চ মাসে বার্সেলোনার বিপক্ষে ভিনিসিয়ুসের বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়ার কথা জানায় লা লিগা। আর গতকালের আগে সর্বশেষ মে মাসে ভ্যালেন্সিয়া সমর্থকেরা ভিনির সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ করেন। সে ঘটনায় তিনজনকে আটকও করা হয়। এর মধ্যে ভিনির বিরুদ্ধে হওয়া বর্ণবাদী আচরণ নিয়ে সোচ্চার হয় গোটা ফুটবল বিশ্ব। নেইমার-এমবাপ্পেরা ভিনির পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দেন। অবশ্য তাতেও বিশেষ কিছু বদলায়নি। মাঠে নামার পর নতুন করে আবার সেই বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হতে হলো এই উইঙ্গারকে।

রোহিতকে ‘নিঃস্বার্থ’ বলে কোহলিকে গম্ভীরের খোঁচা

চেন্নাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপটা দারুণভাবে শুরু করেছে ভারত। প্রথম পাঁচ ম্যাচের প্রতিটিতেই জিতেছে তারা। দলের এমন দুরন্ত যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান দলের দুই সেরা তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। দুজনে দারুণ প্রশংসিতও হচ্ছেন। তবে দুজন মিলে দলকে টেনে নিলেও তাঁদের নিয়ে অনেক সমর্থকের মধ্যে আছে বিপরীতমুখী মূল্যায়ন। সেই মূল্যায়নকেই যেন বিশ্বকাপের মাঝামাঝি সময়ে নতুন করে উসকে দিলেন সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীর। রোহিতের গুরুত্বকে খাটো করে কোহলিকে নিয়ে ভক্ত ও সম্প্রচারকদের মেতে থাকার অভিযোগ এনেছেন গম্ভীর। স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপে সেই চ্যানেলটির ওপরই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন গম্ভীর। রোহিতকে এ সময় ‘নিঃস্বার্থ’ উল্লেখ করে গম্ভীর বলেছেন, ‘ভক্ত এবং সম্প্রচারকদের মতো রোহিত শর্মা পরিসংখ্যান নিয়ে মেতে থাকে না। সে তার ইনিংসগুলো দিয়েই নিজের বার্তা দেয়, যেমনটা নেতারা করে থাকে।’ বর্তমানে রোহিত শর্মার শতক ৩১টি। তবে নিজের কথা ভেবে খেললে এত দিন তাঁর শতকসংখ্যা ৪০-৪৫ হয়ে যেত বলে মন্তব্য করেছেন গম্ভীর। তিনি বলেছেন, ‘রোহিত শর্মার এত দিনে ৪০-৪৫টি শতক হয়ে যেত। কিন্তু সে শতকে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না। সে নিঃস্বার্থ।’ সাম্প্রতিক সময়ে কোহলির ৫০তম শতক ছোঁয়া নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। এ মুহূর্তে কোহলির শতকের সংখ্যা ৪৮। আর একটি শতক পেলেই ছুঁয়ে ফেলবেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের করা ৪৯ শতকের রেকর্ড। আর দুটি পেলে ছাড়িয়ে যাবেন টেন্ডুলকারকেও। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে সেঞ্চুরির জন্য স্ট্রাইক ধরে রাখা নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কোহলিকে। সে সময় কোহলির ওই শতকে ‘ব্যক্তিস্বার্থ’ দেখার কথা বলেন চেতেশ্বর পূজারা। টেস্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত পূজারা মনে করেন, কোহলির শতক পূরণের জন্য ভারতের রানের গতি কমে গেছে। ক্রিকইনফোকে পূজারা বলেছিলেন, ‘বিরাট কোহলির শতকের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো খেলা যত দ্রুত শেষ করে আসা যায়। শীর্ষে উঠতে হলে নেট রানরেট বাড়াতে হবে। যখন আপনি নেট রানরেটের কথা চিন্তা করবেন, তখন অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই।’ এদিকে কোহলি কবে ৫০তম শতকটি পেতে পারেন, তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। তিনি বলেছিলেন, ‘৫ নভেম্বর বিরাট কোহলির জন্মদিন। সেদিন কলকাতার ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলবে ভারত। আমি মনে করি, কোহলি সেদিনই নিজের ৫০তম শতকটি করে ফেলবে। নিজের জন্মদিনের দিন ৫০তম শতক, এর চেয়ে চমৎকার উপলক্ষ আর হয় নাকি!’

রোহিতের ১৮ হাজার ছোঁয়ার দিনে ভারতের ২২৯

লক্ষ্ণৌ ঃ ইনিংসটা ৮৭ রানের। ১০ চার ও ৩ ছয়ে খেলা ইনিংসটিতে তিনটি মাইলফলক ছুঁয়েছেন রোহিত শর্মা। পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৮ হাজার রান এবং ২০২৩ সালে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে এক হাজার রানও পূর্ণ করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। এ ছাড়া সাকিব আল হাসান ও বিরাট কোহলির পর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ছুঁয়েছেন বিশ্বকাপে ১২তম অর্ধশতকের মাইলফলকও। আজ লক্ষ্ণৌতে রোহিতের মাইলফলক ছোঁয়া ইনিংসের দিনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৯ রান তুলেছে ভারত। টস হেরে ব্যাট করতে নামা ভারতের ইনিংসে রোহিতের ৮৭ই সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯ রান আসে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে। সর্বশেষ দুই ম্যাচে বড় ইনিংস খেলা বিরাট কোহলি ৯ বল খেলে আউট হন শূন্য রানে। ইংল্যান্ডের হয়ে বাঁহাতি পেসার ডেভিড উইলি নেন তিনটি উইকেট। টানা তিন ম্যাচে হেরে যাওয়া ইংল্যান্ড আজ শুরুতেই ভারতকে বড় ধাক্কা দেয়। ক্রিস ওকস ও উইলি ৪০ রানের মধ্যেই তুলে নেন ৩ উইকেট। এর মধ্যে শুবমান গিল (৯) ও শ্রেয়াস আইয়ারকে (৪) ফেরান ওকস আর প্রথম রান তুলতে হিমশিম খাওয়া কোহলিকে মিড অফে বেন স্টোকসের ক্যাচ বানান উইলি।

ভারত শুরুর এই ধাক্কা সামলে ওঠে রোহিত ও লোকেশ রাহুলের চতুর্থ উইকেট জুটিতে। এ দুজন মিলে ১৮.৩ ওভারের জুটিতে যোগ করেন ৯১ রান। ৫৮ বলে ৩৯ রান করা রাহুলকে বেয়ারস্টোর ক্যাচ বানিয়ে আউট করেন উইলি। মূলত এরপর ভারতের ইনিংস আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। রোহিত আদিল রশিদের বলে লিয়াম লিভিংস্টোনের দারুণ ক্যাচে পরিণত হওয়ার পর দলকে দুই শ পার করান সূর্যকুমার যাদব। ৪৭তম ওভারে উইলির তৃতীয় শিকার হওয়ার আগে ৪৭ বলে ৪৯ রান করেন সূর্যকুমার। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি ৪ ও একটি ৬।

ইংল্যান্ডের হয়ে উইলি তিনটি এবং ওকস ও রশিদ দুটি করে উইকেট নেন।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ভারতের ছয়ে ৬

লক্ষ্ণৌ ঃ টানা পাঁচ ম্যাচ জিতলেও একটা জায়গায় ‘ঘাটতি’ রয়ে গিয়েছিল ভারতের। রোহিত শর্মাদের সব কটি জয়ই ছিল রান তাড়ায় ব্যাট করে। আগে ব্যাট করে ভারত কেমন পুঁজি গড়ে আর বোলাররাই বা কীভাবে সামাল দেন, সেটি দেখার অপেক্ষায় ছিল দলটি। আজ লক্ষ্ণৌতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ‘ঘাটতি’ কিছুটা হলেও পুষে গেছে রোহিতদের। টস হেরেও আগে ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে ভারত, শেষ পর্যন্ত বোলারদের নৈপুণ্যে জিতেছে ম্যাচও। ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করেছে ভারত। ছয় ম্যাচে ছয় জয়ে ভারতের পয়েন্ট ১২। সর্বোচ্চ পাঁচটি দলের ১২ পয়েন্ট হওয়ার সুযোগ থাকায় শেষ তিনটি ম্যাচে হারলেও এখনকার রান রেট অনুসারে আপাতত নিরাপদ রোহিতরা।

ভারতের সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিতের দিনে বিশ্বকাপের প্রথম পর্ব বিদায় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে ইংল্যান্ডের। টানা চতুর্থসহ ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই হেরেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। এর মধ্যে আজ ভারতের কাছে হারটি বেশ বড়সড়ই। রোহিত-বিরাট কোহলিদের নিয়ে গড়া প্রতাপশালী ব্যাটিং লাইন আপকে মাত্র ২২৯ রানে আটকে রেখেছিলেন বোলাররা। রান তাড়ায় নেমে প্রথম দুই ওভারে ১৭ রান তুলে ভালো শুরুই এনে দিয়েছিলেন ডেভিড ম্যালান ও জনি বেয়ারস্টো। কিন্তু যশপ্রীত বুমরা টানা দুই বলে ম্যালানকে বোল্ড ও জো রুটকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেললে দিক হারায় ইংল্যান্ড। রান তাড়ায় নেমে প্রথম দুই ওভারে ১৭ রান তুলে ভালো শুরুই এনে দিয়েছিলেন ডেভিড ম্যালান ও জনি বেয়ারস্টো। কিন্তু যশপ্রীত বুমরা টানা দুই বলে ম্যালানকে বোল্ড ও জো রুটকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেললে দিক হারায় ইংল্যান্ড। এই ধাক্কা সামাল দেওয়ার আগে স্টোকস আর বেয়ারস্টোও ফেরেন প্যাভিলিয়নে।

দুজনকেই বোল্ড করেন মোহাম্মদ শামি। দশ ওভারের মধ্যে ৩৯ রানে চতুর্থ উইকেট হারানো ইংল্যান্ড আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। জস বাটলার, মঈন আলী আর লিয়াম লিভিংস্টোনদের ছোট ছোট জুটি শুধু হারই বিলম্বিত করেছে। ৩৫তম ওভারের পঞ্চম বলে মার্ক উডের স্টাম্প ভেঙে ভারতের অপেক্ষার অবসান ঘটান বুমরা। ১০০ রানের জয়ে বুমরার শিকার ৩ উইকেট, শামির ৪টি।

পুঁজি আগলে রাখার দিক থেকে বোলাররা সফল হলেও আগে ব্যাট করে প্রত্যাশা মতো রান পায়নি ভারত। একানা স্টেডিয়ামের অসম বাউন্সের উইকেটে শুরু থেকেই রান তুলতে হিমশিম খেয়েছেন শুবমান গিল-বিরাট কোহলিরা।

সুড়ঙ্গে ও বাংকারে হামলা চালাল ইসরাইল, 'যুদ্ধ এখন পরবর্তী পর্যায়ে'

গাজা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরাইলি যুদ্ধবিমান উত্তর গাজা ভূখন্ডে হামাসের সুড়ঙ্গ ও ভূগর্ভস্থ বাংকারে বোমাবর্ষণ করেছে। শনিবার দিনের শুরুতে সামরিক কর্মকর্তারা জানান, তিন সপ্তাহ আগে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে এই ভূখন্ডের শাসক হামাস গোষ্ঠী অভিযান চালানোর পর তাদেরকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বর্ধিত আকারে স্থল ও আকাশ হামলা চালানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্তারাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে কয়েক ডজন ভূগর্ভস্থ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়। যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ অবকাঠামো অকার্যকর হয়ে গাজার প্রায় ২৩ লাখ বাসিন্দা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

শনিবার দিনের শুরুতে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেন, আমরা যুদ্ধকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি। আইডিএফ বাহিনী গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করেছে এবং স্থলভিত্তিক কার্যক্রমকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

সেনাবাহিনী এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে আছে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, জানান আইডিএফের মুখপাত্র। এই বক্তব্যের মাধ্যমে ইসরাইলের বর্ধিত স্থল অভিযান শুরুর ইঙ্গিত দেন তিনি।

জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কার্বি বলেন, তিনি ইসরাইলের গাজায় স্থল অভিযান সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রতিবেদন দেখেছেন, তবে তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।

ইসরাইল, জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য গাজার বাইরে ৩ লাখ নিয়মিত ও রিজার্ভ সেনা জমায়েত করেছে। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলের বিরুদ্ধে ভয়াবহ হামলা চালানোর পর থেকেই ইসরাইল গাজায় বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। হামাসের হামলায় শিশুসহ মোট ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হন। সঙ্গে ২০০ জনেরও বেশি মানুষকে জিম্মি করে সংগঠনটি।

শুক্রবার ফিলিস্তিনি মোবাইল ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান জাওওয়াল জানায়, ভারী বোমাবর্ষণের কারণে মোবাইল ও ল্যান্ডলাইন ফোন ও ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ইসরাইলের স্থল হামলার ফলে হতাহতের সংখ্যার তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে জানার উপায় ছিল না। কিছু স্যাটেলাইট ফোন কার্যকর থাকে।

মেইনে বন্দুক হামলার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেছে

মেইন ঃ একটি বোলিং অ্যালি ও পানশালায় বন্দুক হামলা চালিয়ে ১৮ ব্যক্তিকে হত্যা ও ১৩ জনকে আহত করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় শুক্রবার খুঁজে পাওয়া গেছে। যার ফলে গত ২ দিন ধরে আততায়ীকে খুঁজে বের করার অভিযান ও যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যে চলমান অস্থির পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

শেমেনগিস বার অ্যান্ড গ্রিল ও লুইসটনের জাস্টইনটাইম রিক্রিয়েশন বোলিং অ্যালিতে গোলাগুলির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে রবার্ট কার্ডকে খোঁজা হচ্ছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে জানান, খুব সম্ভবত নিজের ওপর চালানো গুলির আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

জনসম্মুখে তদন্তের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের অনুমোদন না থাকায় এই কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে এপির সঙ্গে কথা বলেন।

অ্যান্ড্রোস্কগিন কাউন্টির শেরিফের কার্যালয় এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে কার্ডের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে। পোস্টে বলা হয়, গোলাগুলির ঘটনায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তিনি নিহত হয়েছেন। মেইনের বোডুইনের বাসিন্দা কার্ড (৪০) যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর রিজার্ভ সেনা হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা এপিকে জানান, প্রশিক্ষণ চলার সময় জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় তার আচরণে অসঙ্গতি দেখা দিলে তার মানসিক স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করা হয়।

বুধবার রাতের বন্দুক হামলার পর থেকেই কার্ডকে খোঁজা হচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন কার্ড। তিনি বুধবার মেইনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লুইসটনের বার ও বোলিং অ্যালিতে এলোপাথাড়ি গুলি চালান।

শুক্রবার ওই এলাকার স্কুল, সরকারী কার্যালয় ও বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। লুইসটনের বেইটস কলেজ ক্লাস বাতিল করে ও স্কুলটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠান স্থগিত করে।

টুকরো খবর

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গাতে চলছে ইডি আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযান

দমদম ঃ আজ সকাল থেকেই পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গাতে চলছে ইডি আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার সময় ইডির কয়েক সদস্যের প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে যান, পৌর নিযগে দুর্নীতি মামলায় দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের নিতাই দত্ত লেকটাউনের বাড়িতে ও দক্ষিণ দমদম পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়ের বাড়িতেও তাঁরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন, পুর নিযগে দুর্নীতি মামলায়

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে টাকি রোডে অবরোধ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ বিক্ষোভ অব্যাহত তৃণমূলে

বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার। টাকি রোডের কলেজ মোড়ে রাজ্য তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাদল মিত্র বসিরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। কেন্দ্র সরকার এর একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা রাজ্যের বঞ্চনা দিল্লিতে কৃষি ভবনে যাওয়ার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে দিল্লী পুলিশের হাতে আটক হেনস্তা তারই প্রতিবাদে টাকি রোডের ওপরে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কুশ পুতুল দহ বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি লাগাতার পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত ইছামতি ইটিন্ডা বসিরহাটের দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তসি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতাকর্মী সমর্থকরা তাদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের পাওনা ১৫ হাজার কোটি টাকা যতক্ষণ না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আঃেদালন প্রতিবাদ কর্মসূচি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।

বহু ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছে দেব সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো

ফলতা ঃ প্রায় ৩৫০ বছরের ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার মালা গ্রামের দেব সরকার বাড়ী । পলাশীর যুদ্ধের প্রাকালে মালার দেবসরকার বংশের উত্থান ঘটে ।

আনুমানিক ৩৫০ বছর আগে বিহারীলাল দেব ব্যাবসায়িক সূত্রে ফলতার মালা গ্রামে আসেন। তিনি ছিলেন কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যাবসায়িক পরিবারের সদস্য । তিনি মালা নিবাসী নাগ বংশের মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং মালা গ্রামেই নিজ বসতি নির্মাণ করেন । তৎকালীন সময়ে কলিকাতা থেকে দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনের লাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ব্যাবসা বাণিজ্য । গাঙ্গেয় জমিতে ধানের সুফল এর জন্য ফলতায় বিশাল ধানের আরত ছিলো এবং ধান ব্যাবসার মূল কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছিল । বিহারীলাল দেব প্রতিষ্ঠা করেন কুলদেবতা শ্রী শ্রী লক্ষ্মীজনার্দন জিউর মন্দির। পরে ব্যাবসা এবং জমিদারী বৃদ্ধির পর বিহারীলাল দেব এর পুত্র কালিকৃষ্ণ দেব বাংলার ১১৫২ সালে প্রথম এই অঞ্চলে দুর্গা পূজার প্রচলন করেন। পরে প্রজাদের মৈত্রী এবং মিলনের জন্য বাংলার নববর্ষের সময় গোষ্ট মেলার প্রচলন করেন । পরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি '' সরকার '' - উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকে এলাকায় দেব সরকার নামে পরিচিত হয় এই পরিবার। এই দেব সরকার বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় আমন্ত্রিত থাকতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবেরা । দুর্গা মঞ্চের সামনে সুবিশ াল আটচালা নির্মাণ করা হয়েছিল আর। সেই আট চালাতে দুর্গাপুজোর সময় সাত দিন ব্যাপী যাত্রাপালা ও কবিগান হতো । মহিলাদের মনোরঞ্জনের জন্য আলাদা ব্যাবস্থা থাকতো ভেতর মহলে । স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালে দেব সরকার বাড়ির দূর্গা পুজোতে চারণ কবি মুকুন্দ দাস কবি গান গেয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বদেশে আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এই দেব সরকার বাড়ি। জমিদারি প্রথা আর নেই। এখন বড় রাজপ্রাসাদের গায়ে জমেছে আগাছার জঙ্গল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে দেব সরকার বাড়ির ঠাকুর দালানের এক অংশ। অতীতের সেই ঐতিহ্য এখনো পর্যন্ত ধরে রেখেছে দেব সরকার বাড়ির বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা। জৌলুসে ভাটা পড়লেও এখনো সেই রীতিনীতি বহাল রয়েছে। দেব সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো এ বছর ২৭৯ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন প্রাচীন কাঠামোর উপর 'কাঠামো পূজা' করা হয়। এখানে প্রতিমা এক চালার উপর হয়। একটি সুপ্রাচীন বেল গাছে দেবীর বোধন হয়। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত ১৩১ কিলোগ্রাম চালের নৈবেদ্য হয় । মল্লিকপুরের চক্রবর্ত্তী পরিবার এই দেব সরকার বংশের কুলপুরহিত । কিন্তু পরবর্তী কালে, বেলসিংহার মৈত্র পরিবার এই পূজার পৌরহিত্য করেন। বর্তমানে, মৃৎ শিল্পী শ্রীকান্ত চিত্রকর বংশ পরম্পরায় এখানে মূর্তি নির্মাণ করেন। আর ঢুলিদাররা বংশ পরম্পরায় চাঁদপালার অদূরে সন্তোষপুর থেকে আসেন।গ্রামের সাধারণ মানুষ এই দুর্গোৎসবের আনন্দ আস্বাদন করতেন।দুর্গাপূজার দিন গুলোতে দেব সরকার বংশের সমস্ত পরিবার পরিজন দেশ বিদেশ থেকে মালা গ্রামে আসেন। পূজার ক'দিনের জন্য। এ বিষয়ে দেব সরকার বাড়ির এক সদস্য তাপস কুমার দেব সরকার তিনি বলেন, জমিদারি প্রথা আর নেই আর্থিক সংকটের মধ্যে পুজোর জৌলুসে ভাটা পড়েছে। আগে যে পরিমাণ চালের নৈবেদ্য করা হতো এখন আর সেই পরিমাণ নৈবেদ্য। এখনো বলিদান প্রথা রয়েছে কিন্তু আগের মতন পুজোর চার দিন বলিদান করা হয় না। বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা এই পূজার হাল ধরেছে। নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকে পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের অন্যতম মহিলা সদস্য স্মৃতি রেখা দেব সরকার জানান, পুজোর চারটে দিন আমরা চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটাই।নৈবেদ্য থেকে শুরু করে পূজোর অন্যান্য কাজে পুরুষদের পাশাপাশি পরিবারের মহিলা সদস্যরা হাত লাগায়। পরিবারের যে সকল সদস্যরা দেশে বা বিদেশে রয়েছে সে সকল সদস্যরা পুজোর দিনগুলিতে তারা এই দেশের বাড়িতে ফিরে। প্রচুর আনন্দে আমরা এই পূজাকে উপভোগ করি। বিশেষ করে দশমীর দিন সিঁদুর খেলা। ঐতিহ্যবাহী দেব সরকার বাড়ি স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু ইতিহাসের সাক্ষী থেকেছে। দেব সরকার বাড়ির প্রাচীন সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা এগিয়ে এসেছে।

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলেন সেচ মন্ত্রী

শিলিগুড়ি ঃ সিকিমের বাঁধ ভেঙ্গে তিস্তা সহ একাধিক নদীর জলস্ফীতি হয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা সহ দার্জিলিং জেলার একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি শুরু হয় গত কাল থেকে । এর জেরে গৃহহীন হয়ে পড়ে বহু মানুষ। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকলের কলকাতা থেকে সকালের বিমানেই বাগডোগরা বিমান বন্দরে এসে নামেন পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক।

বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান গজল ডোবা র বন্যা প্লাবিত এলাকায়। সেখানে সেচ বিভাগের একাধিক আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার দের সাথে আলোচনা করেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমীন , মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, মন্ত্রী বুলু চিক বড়াই বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ জন প্রতিনিধিরা। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকা গুলিতে সেচ মন্ত্রী যান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, মূলত টেকনিক্যাল টিমের সঙ্গে এদিন আলোচনা হয় যে এর পরবর্তী কি পদক্ষেপ নিলে ভালো হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, এই বিপদের সময় মানুষের জন্য যা করার প্রযোজন হবে সবই করা হবে বলে তিনি জানান

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
30:10:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

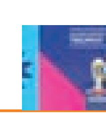

এটাই কি ইতিহাসে বাংলাদেশের সবচেয়ে খারাপ বিশ্বকাপ?

‘গাজায় ইসরায়েলের হামলা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে’

গাজা (এজেন্সী) ঃ গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের স্থল অভিযান দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

শনিবার এক টেলিভিশন ভাষণে একে দীর্ঘমেয়াদী ও কঠিন যুদ্ধ এবং ইহুদিদের টিকিয়ে রাখতে তিন হাজার বছরের পুরনো যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, আমরা জিতব। আমরা জয়ী হব। হামাসকে পরাজিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

হামাসকে পরাস্ত করতে ইসরায়েলি অতিরিক্ত স্থল বাহিনী এখন গাজা উপত্যকার সর্বত্র মোতায়েন রয়েছে বলে তিনি জানান।

তার এমন ঘোষণার পরপরই শনিবার রাতে দক্ষিণ ইসরায়েল থেকে গাজায় একাধিক হামলার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে গাজা শহরকে একটি যুদ্ধক্ষেত্র ঘোষণা দিয়ে বাসিন্দাদের দক্ষিণে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ লিফলেট ফেলা হয়েছে।

ইন্টারনেট মনিটরিং গ্রুপ নেটব্লকস বলেছে, গাজা উপত্যকায় শুক্রবার থেকে টেলিফোন লাইন ও ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় সেখানকার বেসামরিক নাগরিকরা বহির্বিশ্ব থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তবে রবিবার সকাল থেকে তা আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

গত সাতই অক্টোবর হামাসের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এ লড়াইকে ইসরায়েলের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

তিনি বলেন,আমরা যুদ্ধ করব এবং আমরা আত্মসমর্পণ করব না। আমরা স্থলে বা আকাশে কোথাও সৈন্য প্রত্যাহার করব না। পশ্চিমা দেশ ও আরব বিশ্বের মিত্ররা ইসরায়েলের পাশে আছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এর আগে আজ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইপ এরদোয়ান ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কারও নাম উল্লেখ না করেই বলেছেন, আমাদেরকে যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত করবেন না। আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা ভণ্ডামির শামিল। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে নৈতিক সেনাবাহিনী।

এরদোয়ান ইসরাইলকে দখলদার বলে অভিহিত করেছেন এবং সহিংসতার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোকে দায়ী করেছেন। এদিকে নেতানিয়াহুর ঘোষণার ফলে গাজায় আটক জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করা একটি গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েল থেকে অপহৃত ২২০ জনেরও বেশি জিম্মির বিনিময়ে হামাস ইসরায়েলের কারাগারে থাকা সব ফিলিস্তিনি বন্দীর মুক্তির প্রস্তাব দেয়।

হামাস এ পর্যন্ত কয়েকজন জিম্মিকে মুক্তি দিলেও এখনও বেশিরভাগ তাদের হাতে বন্দি রয়েছে।

নেতানিয়াহু হামাসের হাতে জিম্মি হওয়া ইসরায়েলিদের পরিবারের সাথে দেখা করেছেন, যারা গাজায় তীব্র হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

জিম্মিদের নিরাপত্তা ও মুক্তি নিশ্চিত করতে ইসরায়েল গাজায় সামরিক হামলা থামাতে পারে, যারা এমনটা আশা করেছিলেন তারা নেতানিয়াহুর ঘোষণায় অনেকটাই হতাশ।

তবে নেতানিয়াহুর দাবি, জিম্মিদের উদ্ধার করা সামরিক বাহিনীর লক্ষ্যগুলোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

গাজাকে ‘শয়তানের আখড়া’ অভিহিত করে তিনি সেখান থেকে জিম্মিদের বাড়ি ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন।

হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের এই যুদ্ধকে তিন স্তরে ভাগ করার কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইযাভে গ্যালান্ট।

গত সপ্তাহে, পার্লামেন্ট কমিটিকে তিনি বলেছেন, প্রথম পর্যায়ে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, হামাসকে পরাজিত ও ধ্বংস করার জন্য তাদের অবকাঠামো ধ্বংস করা।

তিনি দ্বিতীয় পর্যায়টিকে ক্রমাগত লড়াই হিসাবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসরায়েলি সেনারা, হামাস সদস্যদের খুঁজে বের করে তাদের নির্মূল করার লড়াই চালিয়ে যাবে।

এবং তৃতীয় পর্যায়ে, ইসরায়েলের নাগরিকদের জন্য নতুন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে, গ্যালান্ট বলেন।

গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে আট হাজার ছাড়িয়েছে।

শুক্রবার, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

মি. গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমার মনে হয়েছে মানবিক যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য বাড়ছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয়, আমি যুদ্ধবিরতির পরিবর্তে, বোমা হামলা বেড়ে যাওয়া ও এর বিধ্বংসী প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছি। রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি অবলম্বে গাজায় সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি গাজায় ত্রাণ সহায়তা সরবরাহের জন্য বার বার গাজায় প্রবেশের আবেদন জানিয়ে আসছে।

শনিবার গভীর রাতে রেড ক্রস জরুরি সতর্কতা জারি করে। বিশাল বোমাবর্ষণ ও সামরিক অবরোধের মধ্যে গাজায় ২০ লাখ মানুষের কোনও পালানোর জায়গা নেই, তারা আটকা পড়েছে।

বেসামরিক নাগরিকদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহারের নিন্দা জানিয়ে আইসিআরসি বলেছে, এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিশ্বের সহ্য করা উচিত হবে না।

ইসরায়েলগাজা যুদ্ধে সর্বশেষ যা ঘটেছে

ইসরায়েল ঃ ইসরায়েলহামাস যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়টি দীর্ঘমেয়াদী এবং কঠিন হবে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এমন হুঁশিয়ারির মধ্যে গাজায় ইসরায়েলি হামলা রবিবার ২৪তম দিনে প্রবেশ করেছে।

স্থানীয় সময় সকাল পৌনে সাতটা থেকে গাজায় ভারী গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিবিসির সংবাদদাতা জেরেমি বোয়েন।

তিনি দক্ষিণ ইসরায়েলের আশকেলন শহরের একটি হোটেলে অবস্থান করছেন। এই শহরটির ১০ কিলোমিটার দূরেই গাজা উপত্যকা।

সকালে গোলাগুলির শব্দেই তার ঘুম ভেঙে যায়। মাত্র এক মিনিটে ছয়টি তীব্র হামলার শব্দ শুনতে পাই। ইসরায়েলি আর্টিলারি ব্যাটারি থেকে গাজায় অবিরাম গুলিবর্ষণ চলতেই থাকে। আমার জানালা দিয়ে দেখি রাস্তা ফাঁকা। অনেকে না হলেও অধিকাংশ বাসিন্দাই চলে গেছে। তিনি বলেন।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, গাজা উপত্যকা জুড়ে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

ইসরায়েল সম্ভবত গাজায় ধীরগতির তবে দীর্ঘমেয়াদী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে যা কয়েক সপ্তাহ বা এমনকি কয়েক মাস ধরে চলতে পার।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিরক্ষা সম্পাদক শশাঙ্ক জোশি বিবিসির নিউজ আওয়ার প্রোগ্রামকে এ কথা জানান।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল এতদিন ধরে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাওয়ায় এখন তাদের সৈন্যদের জন্য স্থলভাগে যুদ্ধ করা কিছুটা সহজ হয়ে যাবে।

তবে নিজেদের সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চলাচল করতে গিয়ে তারা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, আপনি যদি ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মতো গাজার বড় বড় এলাকাগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন, তখন আপনার নিজেদেরই ওই রাস্তায় চলাচল করা কঠিন হয়ে উঠবে।

হামাস তার কার্যক্রমের জন্য যে বিস্তৃত ভূগর্ভস্থ টানেলের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেটাও ইসরায়েলের সৈন্যদের জন্য খুব কঠিন বাধা বলে মি. জোশি মনে করেন।

যেহেতু টানেলের ভিতরে জিম্মিরা বন্দি আছে তাই ইসরায়েলি সেনাদের পক্ষে সেখানে অতর্কিত হামলা চালানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে গাজায় টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাও ইসরায়েলি সেনাদের একটি কৌশল হতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

এভাবে আইডিএফ হামাস যোদ্ধাদের রেডিও যোগাযোগের ওপর বাধা সৃষ্টি করে তাদের অন্যান্য সিস্টেমের উপর বেশি নির্ভরশীল করে তুলতে বাধ্য করতে পারে।

ইসরায়েলি স্থল বাহিনীর গাজায় তৎপরতা

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজায় স্থল অভিযানে জন্য তাদের সৈন্যদের প্রস্তুতি নেয়ার বিভিন্ন ছবি পোস্ট করেছে।

ছবিগুলো এক্স বা সাবেক টুইটারের ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত হয়।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শনিবার এক টেলিভিশন ভাষণে বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েল দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং গাজা উপত্যকায় সব সেনা ও কমান্ডার মোতায়েন করা হয়েছে।

তিনি বলেন আমরা লড়াই চালিয়ে যাব এবং আমরা আত্মসমর্পণ করব না। আকাশ বা স্থল কোথাও সৈন্য প্রত্যাহার করব না।

ইসরায়েল জিম্মি মুক্তির প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলছে ˉ কাতার

গাজায় গতকাল থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলের স্থল অভিযান হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে বলে মনে করছে কাতার।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আলআনসারি বলেছেন, এই ক্রমবর্ধমান অভিযান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর আগে বলেছিলেন যে, হামাসকে সামরিকভাবে পরাজিত করা এবং জিম্মিদের দেশে ফিরিয়ে আনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

ইসরায়েল নিশ্চিত করেছে যে হামাস ২২৯ জনকে জিম্মি করে রেখেছে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছেন যে ইসরায়েলের পদক্ষেপ সব সীমা অতিক্রম করেছে, যা সবাইকে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে।

রবিবার এক্স বা সাবেক টুইটারে এক বার্তায় তিনি বলেন ঃ ওয়াশিংটন আমাদের কিছু না করতে বলে, নিজেরাই ইসরায়েলকে ব্যাপক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র অ্যাক্সিস অব রেসিস্ট্যান্সের উদ্দেশ্যে যে বার্তা দিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা এর জবাব পেয়েছে।

অ্যাক্সিস অব রেসিস্ট্যান্স বলতে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ইরানসমর্থিত বাহিনীর একটি নেটওয়ার্ক বোঝানো হয়, যার একটি অংশ হামাস।

যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ইসরায়েলহামাস যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে আসছে কারণ তারা বড় আকারের আঞ্চলিক সংঘাত বন্ধের ব্যাপারে আগ্রহী।

লেবাননের হেজবুল্লাহ গোষ্ঠী যা ইরান দ্বারা সমর্থিত, সাম্প্রতিক সপ্তাহে তাদের সাথে ইসরায়েলের গুলি বিনিময় হয়েছে।

ফিলিস্তিনের টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্বাভাবিক

গাজায় চলমান বিমান হামলার মধ্যে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে যোগাযোগের সব ধরনের নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়েছিল। যা ওই অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে করে ফেলে।

তবে রবিবার সকাল থেকে সেখানকার টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

প্যালেস্টাইন টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি (প্যাল্টেল) এক্স বার্তায় জানিয়েছে, আমাদের টেকনিক্যাল টিম এমন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর ক্ষতিগুলো গুরুত্বের সাথে মোকাবিলা করছে।

রিয়েলটাইম নেটওয়ার্ক ডেটাতেও দেখায় যে গাজা উপত্যকায় ইন্টারনেট সংযোগ পুনরুদ্ধার হয়েছে। ইন্টারনেট মনিটরিং গ্রুপ NetBlocks এক্স বার্তায় যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের কথা জানায়।

গাজার কিছু সাংবাদিকও টুইট করেছেন যে, তারা ফোন কল করতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশ করতে পারছেন।

শনিবার, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সিনিয়র উপদেষ্টা মার্ক রেগেভ বিবিসি’র টুডে প্রোগ্রামে, শত্রুদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করাকে আদর্শ আচরণ বলে অভিহিত করেছেন।

বিবিসি তার কাছে সরাসরি প্রশ্ন রাখে, ইসরায়েল কি ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে? এর জবাবে, রেগেভ জানান ঃ আমি তা বলিনি। আমি শুধু বলেছি যে এটি পশ্চিমা, গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর জন্য স্বাভাবিক উপায়।

গাজার হাজার হাজার বাসিন্দা গুদাম ও বিতরণ কেন্দ্রগুলো ভেঙ্গে ঢুকে পড়েছে এবং আটা ও অন্যান্য মৌলিক পণ্য নিয়ে যাচ্ছে। গাজার দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তবে ঠিক কখন ও কোন গুদামে এই হামলা হয়েছ তা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।

ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানায়।

ইউএনআরডব্লিউএ বলছে, গাজায় তিন সপ্তাহের যুদ্ধ এবং কঠোর অবরোধের পর বেসামরিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে যা বেশ উদ্বেগজনক। মানুষ ভীত, হতাশাগ্রস্ত এবং মরিয়া। ফোন এবং ইন্টারনেটলাইনে কাটা পড়ায় আরও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বৃহস্পতিবার বলেছেন যে গত সপ্তাহে গাজায় ত্রাণ সবচেয়ে কম পৌঁছেছে, সে সময় ইসরায়েল তীব্র বোমাবর্ষণ করছিল।

এদিকে মিশর এবং যুক্তরাষ্ট্র রবিবার গাজায় মানবিক সহায়তা বাড়াবে বলে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে। আইডিএফএর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি হামাসের বিরুদ্ধে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের ওপরে গুলি চালানো এবং তাদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলেন।

রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি গাজায় প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে দ্রুত এই সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানায়।

সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজায় বোমা হামলা শুরু করে। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় গাজায় আট হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

এদিকে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তথ্য মতে সবশেষ, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে তিন ফিলিস্তিনি নিহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে পশ্চিম তীরে শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হন।

গোলাবর্ষণ আর বিদ্যুৎহীন গাজায় এক নারীর সন্তান প্রসবের অভিজ্ঞতা

গাজা (এজেন্সী) ঃ এক মাস আগে গাজার বাসিন্দা জুমানা এমাদ গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে ছিলেন। আনন্দের সঙ্গে সন্তান জন্মের অপেক্ষায় থাকা এই মা তার গর্ভাবস্থার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও শেয়ার করেছিলেন। তিনি জানতেন তার একটি মেয়ে হবে। তার স্বামী অনাগত সন্তানের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন, হাসপাতালের ব্যাগ তৈরি ছিল আর তাদের চার বছরের মেয়ে তুলিনের তার বোনের সাথে দেখা করার তর সইছিল না। কিন্তু তারপরই সব বদলে গেল।

সাতই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় এক হাজার চারশো’র বেশি মানুষের মৃত্যু হয় আর ২০০’রও বেশি মানুষকে তারা জিম্মি করে।

এর পাল্টা জবাবে গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা বিমান হামলায় এখন পর্যন্ত আট হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আমি ভয়ে ছিলাম, বিবিসিকে বলেন জুমানা। টানা গোলাগুলির মধ্যেই আমার প্রসব যন্ত্রণা ওঠে।

গাজার উত্তরাঞ্চল ছেড়ে যাবার ইসরায়েলি নির্দেশনা মেনে বাড়ি ছাড়েন ২৫ বছর বয়সী এই ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।

ইসরায়েলের হামলা শুরুর দুই দিন পর তিনি গাজা শহর ছেড়ে দক্ষিণ দিকে চলে যান। ভীত ও নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা জুমানা তার মেয়েকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যান। সঙ্গে নেন মেয়ের জন্য কেবল একটা কাপড়, এক প্যাকেট দুধ আর একটা ছোট ব্যাগ। পরিস্থিতি কঠিন ছিল, একটি ভয়েস ম্যাসেজে বলেন তিনি।

আমরা রাতে ঘুমাইনি। সেখানে প্রচুর গোলাবর্ষণ হওয়ায় আমাদের অন্য জায়গায় যেতে হয়েছিল। আমার মতো গর্ভবতী নারীদের হাঁটতে বের হওয়া উচিত কিন্তু যুদ্ধের কারণে আমরা খাবার কিনতেও বাইরে যেতে পারছি না আরেকটি ম্যাসেজে বলেন তিনি।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে সন্তান জন্ম দেয়া নিয়ে ভয় আর উদ্বেগের পাশাপাশি বারবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, ইন্টারনেট বিঘ্নিত হওয়া ও জল স্বল্পতার কথা বলেছিলেন জুমানা।

তেরোই অক্টোবর শুক্রবার জুমানার প্রসব বেদনা শুরু হয়। তার পরিকল্পনা ছিল গাজা শহরের একটি বড় হাসপাতাল আলশিফায় যাওয়া, কিন্তু তাকে জানানো হয় যে হাসপাতালের অবস্থা খুবই কঠিন। তার পরিবর্তে গাজা উপত্যকার মাঝখানে নুসেইরাতের একটি ছোট হাসপাতাল আলআওদায় যান জুমানা। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোও কঠিন ছিল। প্রসব যন্ত্রণার মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পেতেও হিমশিম খাচ্ছিলেন জুমানা। ট্যাক্সি চালকরা ভীত ছিলেন আর মা হতে যাওয়া একজন নারীর জন্য অ্যাম্বুলেন্সও ছিল না, বলেন তিনি।

প্রসব বেদনার সময়টিকে কঠোর ও ভয়ঙ্কর হিসেবে বর্ণনা করেন জুমানা।

হাসপাতালের পাশের একটি বাড়িতে তীব্র গোলাবর্ষণ হচ্ছিল, আর সেই শব্দ এতোটাই জোরে ছিল যে আমি ভেবেছিলাম গোলাগুলি হাসপাতালেই হচ্ছিল। অনবরত আহত মানুষরা আসছিল। আমি চারদিক থেকে চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার বড় মেয়ের কথাও ভাবছিলাম। সে আমার থেকে দূরে থাকায় তাকে নিয়ে চিন্তিত ছিলাম।

আমি কেবল ভেবেছিলাম যাই হোক না কেন আমি আমার সন্তানকে জন্ম দিতে চাই। সেদিনই সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টা পর একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন জুমানা। তিনি তার নাম রাখেন তালিয়া। সেই সময়ের অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন , তার কান্না শুনে মনে হচ্ছিল তখনও আমরা সবাই বেঁচে আছি।

প্রসবের পরপরই জুমানার জন্য কোনও বিছানা পাওয়া যায়নি। ব্যথা ও রক্তপাতের মধ্যেই তাকে একটি বিছানা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

আমি ভাগ্যবান ছিলাম যে আমার জন্য একটি বিছানা পাওয়া গিয়েছিল, অন্য নারীরা সন্তান জন্ম দেওয়ার পর হাসপাতালের করিডোরের সোফা আর মেঝেতে শুয়েছিল, বলেন তিনি।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) অনুমান মতে, গাজায় প্রায় ৫০ হাজার গর্ভবতী নারী রয়েছে যাদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার নারী আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব করবে।

সংস্থাটি বলেছে, হাসপাতালগুলোতে প্রচুর ভিড় আর ওষুধ ও মৌলিক সরবরাহও শেষ হয়ে যাচ্ছে। সন্তান জন্ম দেয়ার পরদিন জুমানা একটি ভিডিও পাঠান, যেখানে দেখা যায় ট্যাক্সির ভেতরে সাদা কম্বলে মোড়ানো শিশুকন্যাকে নিয়ে তিনি বসে আছেন।

হাসপাতাল ছেড়ে পরিবারের কাছে যাওয়ার সময়ও খুব কঠিন ছিল।

বিদ্যুত না থাকায় লিফটটি কাজ করছিল না, বলেন তিনি। ফলে বের হবার জন্য প্রসবের পরে ব্যথা নিয়েই সন্তানকে কোলে করে হাসপাতালের চারতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে হয়।

হাসপাতাল থেকে বের হবার পর বাড়ি ফিরতে গাড়ি পেতেও তাকে বেগ পেতে হয়। আমরা একঘণ্টা ধরে ট্যাক্সি খুঁজেছি কিন্তু কোনও ড্রাইভারই আমাদের নিতে রাজি হয়নি। সকালে কাছাকাছি জায়গাতেই গোলাগুলি হওয়ায় তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা একজনকে পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি ভাড়া বেশি চেয়েছিলেন আর আমাদের বাড়ির সামনেও নামাননি। জুমানা বলেন যে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে সন্তান প্রসব তার ক্ষতি করেছে। আমি মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার আর কিছু করার ইচ্ছা নেই, বলেন তিনি। কিন্তু শিশু তালিয়া ভালো আছে বলে জানান তিনি,ও আমার, তার বাবার আর বোনের মিশ্র চেহারা পেয়েছে। যুদ্ধ যদি না থাকতো ওর জন্মের এক সপ্তাহ পর সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করতাম। আমার পরিবারের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতাম আর তার আকীকা করতাম, বলতে বলতে চুপ হয়ে যান জুমানা।

তিনি জানেন না তার পরিবারের জন্য কী ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে, তবে সন্তানের জন্য তিনি কৃতজ্ঞ, যুদ্ধ আর মৃত্যুর এই জীবনে সেই আমার আশা।